মুনাফিকদের শবযাত্রী

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া

আল্ কোরআনের বানী

বিস্মিল্লাহ হিররহমানির রাহিম।

"মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও। যারা মুমিনদের ছেড়ে কাফিরদের বন্ধু বানিয়ে থাকে। এরা কি ওদের কাছে সম্মান চাই ? সম্মান সম্পূর্ণটাই তো কেবল আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।"– সূরা নিসাঃ ১২৯

"ও ইমানদারেরা তোমরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব রেখোনা। তারা সবায় পরস্পরের বন্ধু। অতপরঃ তোমাদের কেউ তাদেরকে বন্ধু বানালে বুঝবে সে তাদেরই লোক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন আত্মঘাতী জাতিকে মুক্তির পথ দেখান না।"–সূরা মায়েদা ঃ ৫১

"নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরাও তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য কর।সেতো তার অনুসারীদের দোযখবাসী হওয়ার পথে ডাকছে।" সূরা ফাতির ঃ৬

"বল, আমি মানুষের প্রতিপালক, রাজাধীরাজ ও উপাস্যের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, সে শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে মানুষের অন্তরে পুনঃ পুনঃ কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। জিন ও মানুষ উভয় প্রকারের শয়তান হতে।"–সূরা নাস।

"তোমরা কি আমাকে ছেড়ে ইবলিস ও তার বংশধরদের বন্ধুরূপে বরণ করেছ ? ওরা তোমাদের চিরশত্রু। এরূপ জালিমদের পরিনাম খুবই শোচনীয়।" সূরা বনি ইসরাইলঃ ৫০।

"হে নবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে যাও। এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করো। তাদের আশ্রয়স্থল হলো নরক।" – সূরা তারহীম ঃ ৯।

"ও আমাদের রব! জীন ও মানুষের মধ্য হতে যারা আমাদের বিপথগামী করেছিলো, তাদেরকে দেখিয়ে দিন। আমরা তাদেরকে পদ দলিত করে ছাড়ব যেন তারা নীচে পড়ে থাকে।"– সূরা হামীম সিজদাহ্ ঃ ২৯।

"বৎসরা। আল্লাহ্ তা'লা নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাওহীদ–ভিত্তিক জীবন বিধান নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা সত্যিকার মুসলমান না হয়ে মরো না।" –সূরা বাকারা ঃ ১৩২

"ও ইমানদারেরা ! তোমাদের নিকটস্থ আল্লা–দ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাও। তারা যেন তোমাদের মাঝে কঠোরতা পায়। আর জেনে রেখো, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য (সচেতন) মুত্তাকীদের সাথেই আছে।" সূরা তওবা ঃ ১২৩।
"এদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত সামাজিক বিশৃংখলা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।"

oooooooo

www.pathagar.com

মুনাফিকের শবযাত্রা

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া

সম্পাদনা
মোঃ বেল্লাল হোসেন

প্রকাশক
কায়সার আহমেদ

www.pathagar.com

মুনাফিকের শবযাত্রা

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল/১৯৯৭ ।

প্রকাশনায় ঃ কায়সার আহমেদ
এফ, এইচ, কে পাবলিশার্স এন্ড প্রিন্টার্স লিঃ

সম্পাদনা ঃ মোঃ বেল্লাল হোসেন

প্রচ্ছদ ঃ মোঃ মঈন উর রহমান
কাম্পোজ ঃ সাইফুল্লাহ্ ফারুক

মুদ্রণঃ
এফ, এইচ, কে প্রিন্টার্স লিঃ
৪৮/৯এ, আর, কে, মিশন রোড
ঢাকা- ১২০৩।
বাংলাদেশ
আলাপনী- ৯৫৬ ১০৩৪

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ হাসিনা ওয়াদুদ

মূল্য ঃ
সাদা ঃ ৬৫ টাকা (বোর্ড বাঁধাই)
ঃ ৫০ টাকা (সাধারন বাঁধাই)
শোভন ঃ ৩৫ টাকা

MONAFIKER SHOB ZATTRA (THE FUNERAL PROCESSION OF A TRAITOR)
BY
MOHAMMAD ABDUL HAMID MIA

Edited by **Md. Bellal Hossain**
Published by
Kaiser Ahmed
FHK Publishers & Printers Ltd.

Price : 65 Taka (White board binding).
: 50 Taka (whiten normal binding)
: 35 Taka (Newsprint)

www.pathagar.com

🕮 উৎসর্গ 🕮

বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্য যারা জান মাল দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সকল বাঁধা বিপত্তিকে মোকাবেলা করে, তাঁদের প্রতি সালাম,

এবং

আমার মরহুম পিতার জন্য মাগফেরাত কামনা করে এই বইখানি আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোউন। আমীন।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আমাদের ঈমানী দায়িত্ব সমাজ থেকে সকল প্রকার খোদাদ্রোহী কার্যক্রম বন্ধ করা। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমে করা প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। দুর্ভাগ্য, এযাবৎ যতগুলো সরকার ক্ষমতায় এসেছে সকলেই ইসলামের সাথে সাফ সাফ মুনাফেকী করেছে। আজও এর ব্যতিক্রমের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অধিকন্তু, শিখা আনির্বাণ, শিখা চিরন্তনের মাধ্যমে অগ্নি পূজার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাহিত্য ও সাংস্কৃতির নামে ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে।

কবিতা গণ-সচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকগণ ইসলামকে আঘাত দিয়ে সাহিত্য রচনা করে চলেছে। সেখানে মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া তার কবিতায় একদিকে অতীতের ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমের স্বরূপ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন অন্য দিকে ইসলামী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তার এমনি কিছু কবিতা দিয়ে মুনাফিকের শবযাত্রা সংকলন করা হল। নানা বাঁধা বিপত্তির মোকাবিলা করে মুদ্রণ ও ছাপানোর কাজ সারতে হয়েছে। বইটির বিষয়ে পাঠকের মতামত আমাদের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবে। মুদ্রণের ত্রুটি বিচ্যুতি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আশা রাখি।

আল্লাহ্ হাফেজ।

১৩/৪/৭৭

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্‌। আধুনিক জাহেলিয়াতের এই কঠিণ সময়ে আমরা যখন খোদাদ্রোহী সাংস্কৃতির গন্ডিতে নিজেদেরকে এক রকম সপেই দিয়েছি, তখন মুনাফিকের শবযাত্রা সম্পাদনা করে একটা ভাল কাজ করতে পারার আনন্দ অনুভব করছি। নকল আর ভন্ড দেশপ্রেমিকের পাল্লায় পড়ে আমাদের দেশের আজ যে অবস্থা কবিতার মাধ্যমে তার প্রকাশ যদিও ব্যতিক্রমী কোন ঘটনা নয় তথাপি অত্র বইএর কবিতায় কবির সত্য ভাষণের যে সাহস তা সবার মাঝে লক্ষ্য করা যায় না।

শেখ মুজিব ক্ষমতায় বসে সারা দেশের মানুষের স্বপ্ন সাধ ধুলোয় মিশিয়ে দেন। মানুষ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে। পাশাপাশি নিজেদের ঈমান আকিদাকে ত্যাগ করার জন্য নয়। অথচ মুজিব ক্ষমতায় বসেই এক এক করে দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে, মানুষের অধিকারের বিরুদ্ধে এবং ঈমানের পরিপন্থি কার্যকলাপ শুরু করলো।

ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ২৫ বছরের চুক্তি করে দেশটাকে পরোক্ষভাবে ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করে দিলো। দেশের মধ্যে নিজের পরিবারের লোকজন এবং রক্ষি বাহিনী দিয়ে হত্যা, লুঠ, গুম ইত্যাদি করে দেশটাকে নরক বানিয়ে দিলো। নিজের অযোগ্যতা, দুর্নীতির মাধ্যমে '৭৪এ সৃষ্টি করলো এক ভয়ানক দূর্ভিক্ষ। এত কিছুর পরেও যাতে আমরণ ক্ষমতায় থাকা যায় তা নিশ্চিত করার জন্য দেশের সকল দল মত নিষিদ্ধ করে বাকশাল দিয়ে এক নেতা এক দেশ কায়েম করতে চাইলো। ধর্মনিরোপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, ব্যক্তি পূজা ইত্যাদি করে দেশের মানুষকে মুজিব অতিষ্ঠ করে দিলো। মুজিব আমল থেকে মানুষ পাকিস্তানী আমলে খারাপ ছিলো কোন্‌ দিক থেকে ? বরং অবস্থা চরম অবতনি ঘটেছিল। নিশ্চয়ই এ জন্য মানুষ রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেনি। মুজিবের এহেন ব্যবহারকে কবি মীরজাফরের সাথে তুলনা করেছেন। যার কোন বিকল্প ইতিহাসে নেই। মীরজাফরও এমনি করে নিজের স্বার্থের জন্য দেশের সাথে বেঈমানী করেছিলো। কাজেই শেখ মুজির বাংলাদেশের মানুষের বন্ধু না শত্রু তা আমাদের কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার। আমি কবিতার শেষে কিছু কিছু কথা রেখে আসল বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি।

বর্তমানে বাংলাদেশে ঘাদানী কমিটি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ইত্যাদি সংস্থাগুলো স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি বলে দাবী করে কিন্তু মূলে তারা মানুষের ঈমান ধ্বংসের চক্রান্তে লিপ্ত আছে। দেশের কথা বলে এরা নিজেদের আখের গোছাতে রত। গরীবের রক্ত চুষে কোটি কোটি টাকা এদের জন্য, এদের ইবলিসি চিন্তার বাস্তবায়নের জন্য খরজ করা হচ্ছে। রেডিও টিভি জনগনের টাকায় চলে। অথচ মনে হচ্ছে আজ তা কারো বাবার সম্পত্তি। ফাসেকের গুনকীর্তনে এরা উঠে পড়ে লেগেছে। আমাদের উচিত এদের এহেন কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য করানো। দেশের প্রকৃত শত্রুদের মুখোশ খুলে ওদের নির্মুল করতে হবে।

পক্ষান্তরে, নিজেদেরকে ইসলামের প্রকৃত অনুসারী করে গড়ে তুলতে হবে। কথায়, আচার–আচরণে, সাহিত্য–সাংস্কৃতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র গোলাম রূপে নিজেদের গড়ে তুলে এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার খোদাদ্রোহী কার্যকলাপ দূর করে বাংলাদেশে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কাজ করতে হবে।   আল্লাহ্‌ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন।

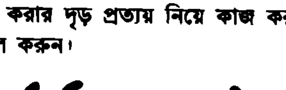

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

আল্লাহ্ পাক প্রতিটি মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনের জন্য। আমাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলামীর। ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল কাজ সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া দরকার। দুঃখের বিষয় আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবি করি অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম কানুন মেনে নিতে বেশীর ভাগ সময়ই রাজী নই। বাংলাদেশে যারাই আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন আমরা তাদের ধর্মব্যবসায়ী আখ্যা দিয়ে বিরোধীতায় লেগে যায়। তার পরেও আমরা বলি আমরা মুসলমান। কোন ধরনের মুসলমান আমরা ? কালেমার দাবীমত আল্লাহ্‌র আনুগত্য না করে শরিয়তের ব্যপারে গড়িমসি করলে রাসুল (সঃ) এর সময়ে তাদের বলা হতো মুনাফিক, যাদের বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা জাহান্নাম।

১৯৭১ সালে দেশ তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ করার পর শেখ মুজিব সাহেব ক্ষমতায় বসলেন। পাকিস্তানী মুনাফিক শাসকদের হাত থেকে বেরিয়ে এসে আমরা সত্যিকার শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু নয়া সরকার আমাদের কি দিল ? আল্লাহ্‌র ঘোষণানুযায়ী একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শোষণমুক্ত সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অথচ শেখ সাহেব উল্টো পথে যাত্রা শুরু করলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষ ছড়িয়ে দিলেন। দেশটাকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিলেন ২৫ বছরের দাসখতে স্বাক্ষর দিয়ে। গণতন্ত্রের কথা বলে শেষ পর্যন্ত বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে এক নেতা এক দেশ কায়েমে ব্রতী হয়ে পড়লেন। এই ব্যবহার বাংলাদেশের মানুষ তার কাছ থেকে কেউ আশা করেনি। ফল যা হবার তাই হয়েছে। আল্লাহ্ কখনো সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। মুসলমান হয়ে যারাই ইসলামের সাথে মুনাফেকী করে সেই ব্যক্তি বা জাতিকে আল্লাহ দুনিয়া এবং পরকালে চরম শাস্তি দিবেন বলে আগাম ঘোষনা দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদা চিরসত্য। বাংলাদেশের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

অথচ আমাদের নেতাগন অতীতের ঘটনা থেকে শিক্ষা না নিয়ে এখনো পর্যন্ত ইসলামী শরিয়ত কায়েম তো করছেনই না বরং মানুষের ঈমান আকীদা যাতে নষ্ট হয়ে যায় এমন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রকৃত ইসলাম থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে নতুন নতুন বিদ্‌আদ। সাংস্কৃতির নামে একদিকে আমদানি হচ্ছে বেহায়াপনা অন্যদিকে এদেশেরই কিছু জ্ঞানপাপী তথাকথিত বুদ্ধিজীবি বিভিন্ন মিডিয়ায় নিত্য নতুন গল্প, নাটক, বিকৃত ইতিহাস, সভ্যতার বিষ জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচার করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।বিশেষ করে তাদের শিকার হচ্ছে উঠতি বয়েসী ছেলেমেয়েরা। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে সম্ভাবনাময়ী তরুণ তরুণীদের মন থেকে ইসলামের আবেদন বিলুপ্ত করার মহা পরিকল্পনায় তারা কাজ করে চলেছে। তাদের সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য যাতে করে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না হয়। কারণ, তাহলে মানুষের চোখ খুলে যাবে। ফলে ভন্ডামী করে চলা যাবে না। চরিত্র ও তাকওয়া না থাকলে সমাজে কোন মূল্য পাওয়া যাবেনা। অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়া যাবে না। সেইজন্য তারা চক্রান্ত করে ইসলামের বিরোধীতায়।

এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই রুখে দাঁড়ানো উচিত। দুনিয়াবাদী সকল রাজনৈতিক দলের প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে তাদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করার মানষে সকল ঈমানদারকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। তাগুদের ধ্বংস এবং সেই সাথে সৎ নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশে নতুন একটা পতাকা উড্ডীন করতে হবে। সেই পতাকা ইসলামের পতাকা। সেই পতাকা খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার পতাকা।

সেই লক্ষ্যে আমি তাগুদ শাসকের স্বরূপ এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে কিছু কবিতা এই বইটিতে উপস্থাপন করেছি। এই বিষয়ে আমি যাদের উৎসাহ পেয়েছি তাদেরকে ধন্যবাদ এবং আমার সকল মুসলিম ভাই-বোনদের পূর্ণাঙ্গ ইসলামের দিকে আহবান জানায়।

আল্লাহ্ সুবাহানাহুতা'লা আমাদের কবুল করুন।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

মুনাফিকের শবযাত্রা/ ১
শেখ হাছিনার অগ্নিদেব/ ২
ওরা লালনের মুরীদ/ ৩
আমাদের মধ্যে কেউ/ ৪
উনি শহীদ জননী/ ৫
১৫ই অগাস্টের রাত/ ৬
চল যাই জেহাদে/ ৭
একজন মানুষ সত্যের ডাক দিলে বাংলাদেশে/ ৯
স্মৃতি '৭৪/ ১০
পচেই গেছি আমরা/ ১১
যদি/ ১২
গেল/ ১৩
এসো/ ১৪
একটা যদি পাই/ ১৫
পালাবে কোথায়/ ১৫
বঙ্গশত্রু/ ১৬
এখনই সময় ভাববার/ ১৭
শয়তানের ছাতা/ ১৮
বাঙালী জাতীয়তাবোধ/ ১৯
তামান্না/ ২০
আমি বিজয় দেখেছি/ ২১
পাথর চাপা/ ২২
ভুট্টো মুজিব ইন্দিরা/ ২৩
না/ ২৪
ওরা দেশের শাসক/ ২৫
সময় থাকতে/ ২৬
মুনাফিক/ ২৬
আল্ কোরআনের অপমান/ ২৭
এখনো কিছু বাকী/ ২৮
করুণাটুকু কর প্রভু/ ৩০
একালের মীরজাফর শেখ মুজিব/ ৩২
সময়ের শক্ত/ ৩৫
বুদ্ধিজীবি/ ৩৬
সময়ের সতর্কতা/ ৩৭
জীবন আমার দেশ/ ৩৮
শহীদ মিনার/ ৩৯
জাতির পিতা/ ৪০
ঘুম পাড়ানী গান আর নয়/ ৪১
হাসিনা হাসিনা/ ৪১
লাথি মারি এই স্বাধীনতায়/ ৪২
মুজিব নুড়া/ ৪৪
শাহাদাৎ দিও খোদা/ ৪৫
স্বাধীনতার গল্প/ ৪৬
অবস্থান/ ৪৮
শিখা অনির্বাণ/ ৫০
নতুন একটা পতাকার জন্য/ ৫১

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়ার অন্যান্য বই .

প্রকাশিতঃ

১ আঁচলে রংধনু — কবিতা সংকলন
২ তুমি আসবে বলে — কবিতা সংকলন
৩ বঙ্গশত্রু — কবিতা সংকলন
৪ মুনাফিকের শবযাত্রা — কবিতা সংকলন

অপ্রকাশিতঃ

১ গোলামের আযাদী — কবিতা সংকলন

২ সাহসী মরণ — কবিতা সংকলন

৩ বিশ্ব অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা এবং ইসলামে এর সমাধান — গবেষনা

৪ প্রতিবাদ — সংবাদপত্রের কলাম সংকলন

৫ হালসার মুক্তিযোদ্ধারা — প্রমাণ্য গ্রন্থ

৬ আমাদের পরিচয় ঃ আমরা বাঙ্গালী না মুসলমান — প্রবন্ধ

৭ মীরজাফর ও শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের সাদৃশ্য — ইতিহাস পর্যালোচনা

৮ ইবলিস এবং বাংলাদেশের কয়েকজন বুদ্ধিজীবি — নিবন্ধ

৯ আযান — উপন্যাস

www.pathagar.com

মুনাফিকের শবযাত্রা

নিহত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্যে

একজন মুনাফিক - বিশ্বাসঘাতকের যখন শবযাত্রা,
কোটি কোটি মানুষের চোখে নামে পানিপ্রপাত,
শুকরিয়ায় আপ্লুত হৃদয়ে হাত উঠে আসমানের দিকে
বুকের গহীন খুপরী থেকে বেরিয়ে আসে, " হে খোদা,
বাঁচালে আমাদের - তাগুদের জুলুম থেকে।"
রাস্তায় রাস্তায় নামে মানুষের ঢল
বিজয় উল্লাসে মুখরিত হয় বাতাস
ঘরে ঘরে খবর ছড়ায় " মরেছে সে মরেছে।"
একজন মুনাফিক, ফাসিকের যখন শবযাত্রা,
দেশের স্বাধীনতায় আসে শক্তি, আসে জীবন।
জঘন্য ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষের ছোবল থেকে নিস্তার পায়
দেশের প্রতারিত মানুষ।
মানুষের মুখে আসে উচ্চারণ,
আমার লেখনী আবাদ করে বিস্তৃর্ণ সমতল।

একজন মুনাফিক,
কুফরের শবযাত্রা হলে ধসে পড়ে
আলমডাঙ্গার চারতালা,
মানুষ রূপী অনেক হায়েনা-শৃগাল ঢুকে পড়ে গুহায়,
কেউবা হিযরত করে, আর অনেকে পরে নতুন জামা।
সহযোগী মুনাফিকরা মুনাফিকী করে মৃত মুনাফিকের সাথে
পুরাতন নৌকায় লাথি মেরে নেমে আসে শুকনো জমীনে
সংবাদপত্রে বিবৃতি দেয় "উহা..... করিয়া তিনি ভুল করিয়াছিলেন।"
কেউবা কাছিমের কায়দায় মুখ লুকোয়
অন্তরে জিইয়ে রাখে তাগুদের বীজ।

সময় সুযোগে আবারও জন্মায় তাগুদ
আবারও কোটি কোটি মানুষ হয় দিশেহারা
আবারও দাসখত লেখা হয় মানুষের বুকে।
তরবারি চলে দেশের মানচিত্রে।
আয়োজন চলে দেশের দেহে শৈলচিকিৎসার-
মানুষের বিশ্বাসের দুনিয়ায় জ্বলে দাবানল।
আবারও শবযাত্রা দেখতে ব্যাকুল হয়ে উঠে জনতা,
কোটি কোটি মানুষের অন্তর কেঁদে উঠে-
মসজিদে মসজিদে হয় মোনাজাত
"হে আল্লাহ্ রহমান- গফ্ফার
হেফাজত কর আমাদের ঈমান, দেশের স্বাধীনতা।"

oooooooo

www.pathagar.com

শেখ হাছিনার অগ্নিদেব

অগ্নিমিন্ধানো মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ।
অগ্নিমিন্ধে বিভস্বভিঃ।
আমাদের বুদ্ধিজীবিরা ও প্রধান মুন্ত্রী স্বয়ং
বেদের এ অগ্নিস্তুতিকে করেছে হৃদয়ে চয়ন।
জ্বেলেছে শিখা চিরন্তন, আর অনির্বাণে নম নমঃ
অপাং নপাতং সুভগং সুদংসসং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্।
সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ঘাদানি বিশ্বাসিছে এই মন্ত্রে-
গোটা দেশকে তারা নিয়েছে নরকে দ্বার প্রান্তে।
পূঁজার অর্ঘে ফুল হাতে তিনি যান বাবার গোরে,
এজাতির পিতা বলে কাঁদেন অতি উচ্চ স্বরে।
শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসেন সাভার কম্পিত কবরে,
প্রেসিডেন্টও দাঁড়িয়ে থাকেন তিন মিনিট ছবরে।
কাফেরী কায়দায় চলে নৃত্য সাংস্কৃতির নমস্তে
ইসলামের বিরুদ্ধে গরজে উঠে খড়্গ হস্তে।।
প্রধান মুন্ত্রী বাপের নামে দেয় বেলাস্ত জয়ধ্বনি
রেডিও টিভি ব্যক্তি পূঁজায় আজ উজ্জ্বল শিরোমণি।
অগ্নি পূঁজা মানুষ পূঁজা চলছে এখন সমান্তরাল
ঈমান নিয়ে বিপদ মোদের আজি বড়ই বেসামাল।
খোদার আইন চাইলে বলে পিটাও রাজাকার
জয় বাংলায় থাকতে হলে থাকবে নির্বিকার।
করবে শুধু নমঃ নমঃ মুজিব বাবা সবার
অগ্নিমঠে মিনার তলে শুধু পুষ্পার্ঘ দেবার।

0000000

(শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতি সৌধ ইত্যাদি বিজাতীয় কাফেরী স্থাপনা সহ সকল বিদআদ ধ্বংস করার দায়িত্ব প্রত্যেক ঈমানদারের। বেদের অগ্নিপূজা নয়, আমাদের উচিত এখনই সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। আসুন আমরা কায়েম করি শরিয়া ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। এর জন্য প্রয়োজন নিরলস প্রচেষ্টার বা জেহাদ ফী সাবিলিল্লার। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ অনুসরণের তৌফিক দিন।-সম্পাদক)

www.pathagar.com

ওরা লালনের মুরীদ

হাতে কদুর বস,
গোঁফে ঢাকা চঞ্চুর অস্তিত্ব
শত তালির মুজিব কোট তৈলাক্ত, পরনে লাল সালু
মানুষের দরজায় ধন্না দেয়, গান গেয়ে মাঙ্গে ভিক্ষা
ওরা লালনের মুরীদ, জাতে খাঁটি বাঙালী।।
গাঁজার কলকিতে ফুঁক দিয়ে
নাচে ধিন ধিন ধরে রাত দিন
নামে মুসলিম কেউ, মূলে মুশরিক
লালনের মুরীদ তারা
ভাবের জগতে মুন্ত্রী রাজা।।
ওরা গুরুমার দক্ষিণায় ভরে বিকৃত যৌনতায়
শরিয়তের বাঁধন মুক্ত মারফতের ঘোর প্যাচ
গানে গানে গুরু দক্ষিণা রসের রসিক তপস্যা ধ্যান
নাছারার কায়দায় বাহির ঘরের ইস্তেমাল
লালনের মুরীদ ওরা খাঁটি বাঙালীর অনুপম উপমা
আমাদের খাজনায় পোষা বুদ্ধিজীবিদের গবেষনার বিষয়বস্তু
জাতীয় সাংস্কৃতির ধারক এবং বাহক।।
লালনের মুরীদ তারা
পরিচয়ে জাত বাউল
আদতে বদ্ধ উন্মাদ
অভিধানে আসল পরিচয়।
লালনের আখড়ায় যেখানে গাঁজার আসর নিত্য,
বুদ্ধিজীবিরা ছুটে যান বাঙালীর স্বরুপ সন্ধানে।
গুরুমার দক্ষিণায় তারাও বনে যান "রসের রসিক"
অটল ফকিরের অনুসন্ধানে চলে রিসার্স,
গবেষনা চলে নিত্য মরণাস্ত্র আবিস্কারের !
লালনের কালচারে আমার ঈমান-সাংস্কৃতির বিমিশ্রণের !
রাসায়নিক ফরমুলা, খুঁজে ফেরে আমারই খাজনায় পোষ্য
জ্ঞানপাপীর দল।।
আসলে ওরাও লালনের মুরীদ- সিরাজ শার সহমনা
নামে মুসলমান কেউ
মূলে মুরতাদ মুশরিক।।

০০০০০০

(বাংলা অভিধানে বাউল অর্থ পাগল বা ক্ষিপ্ত, আর বাউলিনী অর্থ পাগলিনী। অথচ এদেরকে আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতির মডেল হিসাবে দেশে বিদেশে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিদেশে যে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে (অলিম্পিক, বিশ্বকাপ সকার ইত্যাদি) বাংলাদেশের প্রতিনিধি পুরুষ ও মহিলা হাতে একতারা নিয়ে বাউল নাচ নেচে বাংলাদেশের ভাব মূর্তি তুলে ধরেন। কোরআন হাদীসে নাচ গান বাজনার কোন অনুমতি নেই এবং আমরা মুসলমানেরা তা কখনোই আমাদের কালচার বলে মনে করি না। অথচ আমাদের অর্থ ব্যয় করে বিদেশে নর্তকী নাচিয়ে আমাদের পরিচয় বিশ্বে তুলে ধরা হয়। অতীতের মত শেখ হাছিনার আমলেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। বরং ক্ষেত্র বিশেষ আরও মাত্রা যোগ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর চিন্তা চেতনার উপমা হিসাবে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই শরিয়ত বিরোধী চিন্তাধারাকে প্রচার চিরতরে বন্ধ করা উচিত। - সম্পাদক)

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে কেউ

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পাগল লাঠির
কেউবা কাঙাল বাটির
কেউ শুধু একটু আলোর,
..একটু আশার জোয়ারের।
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বসন্তের কোকিল,
পাঁচ বছরে একবার
নিতান্ত ভিখারী,
দুয়ারে দুয়ারে ধন্না কাজের মৌসুমে।
তারপর উল্টো স্রোত জনতার
কলম খুচিয়ে গরীবের রক্ত সঞ্চয়।
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ
গনতন্ত্রের মানষপুত্র ঘরজামাই,
পাহারাদার সেজে মওকা অন্বেষণ।
প্রতিটি সুযোগের সঠিক ব্যবহারে
সুনিপুণ পারদর্শিতা।
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ
আবেগের গোলাম,
নিজের মাথায় বহন করে পড়শীর মগজ,
নিজের মুখ নড়ে অন্যের চাহনীতে,
হাত নড়ে পা চলে কে যেন গুতো মারে
কার যেন গান গায় যেন কার সুরে
কে যেন উড়ায় ঘুড়ি বসে কিছু দূরে।
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ –
ঘুড়ির মত উড়ি,
দিনে দিনে হয়ে যায় বুড়ো আরি বুড়ি
মরণের কাছে বসেও ভাবে আছি বহু দিন।
আমাদের মধ্যে কেউ কেউ –
অনেক বেশী বুঝে
এত বেশী চোখে দেখে
না ধরেই দখল করে,
না খেয়েই ভাল বলে
বাতাসের সাথে চলে, নগতের কথা ভাবে
ফাঁকা পেলে গালি পাড়ে
সংস্কৃতে– ।।

০০০০০

www.pathagar.com

উনি শহীদ জননী

ঘাদানি কমিটির সভানেত্রী জাহানারা ইমামের জন্য।

উনি বলেছেন,
তিনি শহীদ জননী ?
গঠন করেছেন কমিটি ঘাদানি!
হাতে ধরেছেন শক্ত হাতানী,
বসালেন বিচার সভা গণ আদালতে,
দেশের আইন তুলে নিলেন নিজের হাতে।
দেশের স্বার্বভৌমত্বের প্রতি নজিরবিহীন শ্রদ্ধায়,
স্বাধীনতার কিচ্ছায় যোগ হল এক নতুন অধ্যায়।

উনার সন্তানের রক্তে রঞ্জিত ঐ পতাকা,
লাখ আত্মার সবুজ জমীন উড়ন্ত বলাকা।
আমি কান্না শুনি ওদের হররোজ আকুতি,
শহীদ হতে দাও আমাদের, করে এই মিনতি।
জীবন মোরা দেইনি মাগো সেকুলারিজমের জন্য,
কোরআন খুলে দেখ তোমরা কাদের জীবন ধন্য।
ধন্য জীবন তাদের শহীদ শুধুই তারা,
ফী সাবিলিল্লা'য় কোরবানী হলেন যাঁরা।
আর সবার অপমৃত্যু- নিহত হওয়া মাত্র,
আবু জেহেলের বংশধর ইবলিসের প্রিয় পাত্র।
ঘাদানি কমিটির মা আমাদের বুদ্ধিজীবি জননী,
সব পড়েছ মাগো বুঝি হাদীস কোরআন পড়নি।
ইসলাম যদি কায়েম কর তবেই তো শহীদ আমরা
উল্টো পথে রিজার্ভ জেনো জাহান্নামের কামরা।
ঘাদানি কমিটির নেত্রী, মা আমাদের জননী,
তোমাকেও আসতে হবে ছেড়ে সুন্দর ঐ ধরণী।
তৈরী থাক আসলো বলে মৃত্যু বাহক আজরাইল,
তওবা করে ছাফ করে নাও কুফরী-পূর্ণ দিল।

উনি বলেছেন,
তিনি শহীদ জননী ?
অথচ শহীদের সংজ্ঞাটা মানেন নি'..........।
ছেলেরা কেঁদে নালিশ করে দরবারে খোদার বারংবার,
আমরা যদি শহীদ, তবে কেন তোমাদের এ কারবার ?
শোষণ চোষণ দলন মলন সুদ ঘুষ নাফারমানী
তামাম দেশের মানুষ কাঁদে নিদারুন পেরেসানী।
খোদাদ্রোহী সাংস্কৃতির চর্চা যেন আদর্শ তোমাদের.
স্মরণ রাখো মা সত্যি করে, পরিণামটা কি শেষের।

০০০০০০

www.pathagar.com

১৫ই অগাস্টের রাত

তাগুদের শাসনে বিদ্রোহী যারা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায়।

ঘরে ঘরে যখন অন্য এক একাত্তর–
গণহত্যা, শ্লীলতাহানির মত কুৎসিত ক্ষুধা,
হতাশার মেঘে ঢাকা সমাজ–
ক্ষুধা আর মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে কোটি কোটি মানুষ,
বুকের 'পরে এ্যানটার্টিকার তুষার পাহাড়
মুখ গহ্বরে এক নোলা ভাতের বদলে
শাসকের মুষ্ঠিবদ্ধ শক্ত হাত প্রবিষ্ট,
লাল ঘোড়ার খুরে দেশের দেহ ক্ষতবিক্ষত
শকুনের পাখায় পাখায় ঢাকা পড়েছে সূর্য
আধাঁর নেমেছে ফসলের মাঠে, রাজপথে মেঠোপথে
কোটি কোটি মানুষের মুখে, এবং–
এক একটি ক্ষুধার্থ শকুন নেমে আসছে
দেশ মাতার শরীরে। খুবলে খুবলে খাচ্ছে দেহ!
গহীন রাতে, শৃগালে কুকুরে পিপিলিকায়!
তখনি রাত এলো, পনরোই অগাস্টের মত রাত।
লক্ষ প্রাণের দামে কেনা স্বাধীনতা
মুক্তিকামী জনতার স্বপ্নসাধ
বালির বাঁধের মত ভেসে গেল
মুনাফেকীর প্রবল স্রোতে।
নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে আকাশে জমে মেঘ
ঢাকা পড়ে সূর্য, নেমে আসে অন্ধকার দেশ জুড়ে
ইতিহাসের পাতায় গড়ে ঔপনিবেশ, একটি দূর্দান্ত রাত–
পনরোই অগাস্টের মত।
এ রাত না এলে –
আমার মাথার 'পরে আজো থাকত শক্ত বুট,
আমার পিঠে চাবুকের খত ঘাঁয়ের কষানি পুঁজ
আমার বুকের 'পরে থাকত বাকের শাল, শালের খুঁটি
ঐ শালের খুঁটিতে বেঁধে,
আমার ঈমানের ধান গাছে চলত মলন
লাল ঘোড়াদের দাপটে।
এমন রাতের কাছে শিক্ষা নিতে হবে
কারণ, এ রাত ইতিহাসে বার বার এসেছে
দিনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করলেই
আবার ফিরে আসবে এমন রাত
পনরোই অগাস্টের মত রাত।

বাকশাল ঘোষনা ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেখ মুজিব বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে। আওয়ামী লীগ বাতিল করে বাকশালে রূপান্তর এবং বাকী সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মাত্র কয়েকটি সরকার পরিচালিত কাগজ ছাড়া সমস্ত খবরের কাগজ প্রকাশনা বন্ধ হয়। মোটকথা, যে স্বৈরাচার ও এক নায়কতন্ত্রের উৎখাতের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবন দিয়ে '৭১ দেশ স্বাধীন করেছিল তা আরও জঘন্য রূপে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করে তথাকথিত বঙ্গবন্ধু। তার এই অপচেষ্টার পরিণাম ইতিহাসে জন্ম দেয় ১৫ই অগাস্টের মত এক বিজয়ের রাতের। যে রাতে বাংলাদেশের মানুষ নতুন করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। একটা বিরাট ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বেঁচে যায় বাংলাদেশের মানুষ।– .স.

www.pathagar.com

চল যাই জেহাদে

এখনো বসে আছ ?
পদ্মার লাশ সামনে নিয়ে–
দুচোখের বারিধারায় ধু'তে চাও বুঝি
সীমারের খঞ্জর নিষ্ঠুরতা !

বসে আছ এখনো,
বেদখল তিস্তার স্রোতধারা–
বেদখল নেতৃত্ব সততার সাহসের
কোটি কোটি আদমের বুকে লেখা হয়
দাসখত বারংবার যেখানে–
আজ নিয়ন্ত্রণহীন জিহবার নড়াচড়া
আমাদের মগজের গতিপথ স্বাধীনতায়
ফারাক্কার বাঁধ, জাতীয়তার বৃষ বৃক্ষ ।

এখনো বসে আছ ?
নর্তকীর ঝুমুর নাচে
মাতাল যুবকের দল তাল মেলায় নেশায়,
মুন্ত্রী মশাই বলেছেন, ঢেউ লেগে যাক যুব মনে
সময়ের জোয়ার আসুক প্রতি প্রাণে আনন্দ যৌবনে
দোষ নেই বন্য হলে কিছু,
হোকনা কিছু আমদানী জারজের, সাংস্কৃতির নামে।

তবুও বসে আছ ?
যখন উঠানে অগ্নি পূজা মন্ডপ শিখা অনির্বাণ
দেউড়ীতে শিখা চিরন্তন জ্বলে ধিক ধিক,
কেহবা দাবী করে সুযোগ অগ্নি পূজার,
দুয়ারে শহীদ মিনার,
দহলীজে স্মৃতি সৌধ বেদীতল ফুল চন্দনে অর্চিত,
রোয়াকে বিছানো জায়নামাজ –
সুদের টাকায় কেনা জামা টুপী,
তজবী হাতে পিতা সওয়াব কামাতে ব্যস্ত
বেহেস্তের আসায় দাদাজান–
মাথায় কম্বল বালিশ, হাতে বদনা নিয়ে হাঁটেন
মসজিদ থেকে মসজিদে
ফরজ ফেলে নফলের অনুশীলনে অতি যত্নবান।

এখনো বসে আছ–
ঐ দেখ একদল মানুষ
শত বাঁধার প্রাচীর ভেঙ্গে সামনে আগায়,

www.pathagar.com

অবুঝের ভার কাঁধে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে
শত অপবাদের তোপ ধৈর্যের পরীক্ষায়
ঠিকে থাকে সোনালী আগামীর আশায়
অশেষ রহমতের বরিষণে।
চলো আমরাও শরীক হই -
ওদের কাতারে, জীবনের মকছুদ মিলায় জেহাদে,
অগ্নি পূজার জাতীয় মন্ডপ
ঘরে ঘরে পূঞ্জীভূত অনাচার ঝুলানো চিত্র
পায়ে দলে দেয় জমনের মত,
মানুষের মনের হতাশা দূর্বল ঈমান
প্রজ্জ্বলিত করি আবার কোরআনের রশ্মিতে।
চলো জেহাদে -
চিরন্তর বিশ্বাসে সালাতের সমাজ প্রতিষ্ঠায়
শাহাদাতের নেশায় সীমারের বিরোধীতায়
একমাত্র সত্যের মুখোমুখি।

০০০০০০

www.pathagar.com

একজন মানুষ যখন সত্যের ডাক দেয় বাংলাদেশে

একটা মানুষ যখন সত্যের ডাক দেয়
বাংলাদেশে-
সে আর মানুষ থাকেনা !
এই শাপলা ফুলের বাংলাদেশে,
সে বনে যায় রাজাকার।

একজন সত্যের সৈনিক বাঁধা পায় পায়ে পায়ে
মিথ্যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে ময়দানে,
আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়।।

কেউ একজন ডাক দিল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার,
অমনি সে বনে গেল স্বাধীনতা বিরোধী !
দেশ প্রেমের ধূয়া তুলে ছুটে এল মুনাফিকের দল,
জ্ঞানপাপীরা ছুটে এল কলম নিয়ে,
সাহিত্যে গল্পে কবিতায় ছন্দে নেচে এল
স্বার্থবাদী ফাসেকের দল।
একদল এল নাটক বানিয়ে মঞ্চে,
টিভির ফুল পর্দায়।
একজন মৌলবীকে বানিয়ে দিল লম্পট চরিত্রহীন,
আর একজন জোচ্চোর ফাসেককে দেখানো হল
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

কেউ একজন ডাক দিল কেবলমাত্র খোদার গোলামীর
অমনি সে বনে গেল মৌলবাদী,
ছুটে এল বর্তমান প্রভুরা
রাজপথে গলাটা ফাটিয়ে দিল।
সূর্যের বিরুদ্ধে যেন,
সম্মিলিত দমকল বাহিনীর সাহসী দৃষ্টিপাত !
তবে কেবল তা শুধু
মূহুর্তের জন্য
মাত্র।।

০০০০০০

www.pathagar.com

স্মৃতি '৭৪

পথের ধারে ডোবা,
পত্রহীন কচুড়ীপানা
পাওড়ীতে জন্মান বুনো কচুগাছ,
ওদের দেখে মনে হয় মানুষের প্রেতাত্মা,
ওদের দেখে দেখে আমার পথ চলা,
আমার পদযাত্রা ক্রমশঃ শহরের দিকে..।

রাস্তার ধারে বস্তি
মাটির হাড়িপাতিল এলোপাতাড়ি পড়ে থাকা
বিষাক্ত খৈল খেয়ে পেটের ব্যথায়
মুহ মুহ কাতরানো বৃদ্ধ মানুষ..
সদ্য মৃত নাতনীর দাফনের জন্য
কলাপাতা নিয়ে ফেরা বুড়ো
আমাকে ইশারায় ডাকলো।

কিন্তু আমার সময় নেই
আমার শহরে যাওয়াটা জরুরী
অন্ততঃ আমার মরনের আগে,
রিলিফের গম ছাতু কিছু,
যদি পাই ?

ক্ষুধায় আমাকেও আক্রমণ করে
তবুও আমি হাঁটতে থাকি,
আমি হাঁটতে থাকি হাজার বছর....
নোঙ্গরখানাকে কল্পনা করি,
মনে হয় বিলিয়ন বছর দূরের কোন স্বর্গ।

তবুও আমি হাঁটি,
আমি হাঁটতে থাকি
এক মুটো গমের জন্য
একটা রুটির জন্য

০০০০০০০

www.pathagar.com

পচেই গেছি আমরা

পচেই গেছি আমরা-
মন্দকে বলেছি ভাল,
সত্যকে পাশ কাটিয়ে গেছি বহু দূর,
নিজের যা কিছু সম্পদ ফেলেছি ছুঁড়ে,
পরের কানচির ময়লা বিষ্ঠা,
যতনে এনেছি তুলে, আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
পচেই গেছি আমরা, একেবারে।
টাকার মাপে দিয়েছি সম্মান মানুষের,
সেই টাকা ঘুষের, না কালোবাজারের, না নারীপাচারের
অথবা জনগণের খাজনার কিম্বা খেলাপী ঋণের,
সে বিচার করিনা এখন।
শক্ত পেশীর কাছে বিকিয়েছি অধিকার,
কেহবা বিড়ির দামে দিয়েছি ভোট,
কেহবা নগত নারায়নে,
কেহবা ব্যবসা করেছি ভোটে,
চোরকে বসিয়েছি শাসকের কেদারায়,
সৎকে লাথি মেরে ফেলেছি আস্তাকুঁড়ে।
ঈমানের মধ্যে জায়গা দিয়েছি বিদ্‌আত।
পচেই গেছি আমরা, একেবারে।
পচেই গেছি আমরা, একেবারে।
বোনের বিয়েতে সুকৌশলে জেনেছি
হবু বরের উপরি আয়ের ফিরিস্তি,
সৎ পাত্রের ঘটকের ছাতা ছুড়েছি রাস্তায়।
অর্ধচন্দ্রে বিদায় দিয়েছি সকল মহতী প্রয়াস
কোথায় টাকা কিসে সঞ্চয় তাই খুঁজেছি শুধু।
চরিত্রের বিকল্পে বিষয়কে করেছি বড়।
পচেই গেছি আমরা,
দেয়ালে ঠেকে গেছে পিঠ,
সামনে সমুদ্র আকাশে মেঘ,
পিছনে উলুধ্বনি কৃপাণের ধাওয়া
তবুও বোঝা বেঁধে নিচ্ছি মাথায়-
জানিনা কোথায় যেতে হবে ?
ঠিকানা ফেলেছি হারিয়ে কখন,
স্মরণের সীমানায় নেই কোন পথ,
আত্মার অপমৃত্যু ঘটেছে সেই কবে,
আমরা যেন জীবন্ত লাশ,
জানিনা এ যাত্রার কোথায় শেষ
কোথায় হবে বসবাস।

০০০০০০০

www.pathagar.com

যদি

যদি একফোঁটা বা বিন্দুআলো-
থাকতো আমার এই অন্ধ দুটি চোখে,
এমনকি জোনাকির মত-
অতটুকুন আলো,
তাহলে সর্ব প্রথম দেখে নিতাম
আমার স্নেহময়ী মায়ের মুখখানি।

আমার বধির দুটো কানে
যদি অনুভূত হত-
পৃথিবীর কোন একটিও শব্দ,
আমি প্রাণটা শীতল করে শুনতাম
মিনার থেকে ভেসে আসা
ভোরের আযানের মোহনীয় সুর।

যদি আমার এই বোবা মুখে
পেত কোন ভাষা-
একটি মাত্র শব্দ,
প্রাণ ভরে এক বার ডেকে নিতাম
আমার জননী মাকে।

যদি থাকত মনের মাঝে
এতকুটু চিন্তাশক্তি,
সবটুকুন তার নিঃশেষ করে দিতাম
আমার মহান একমাত্র রবের ধ্যানে।

পা যদি থাকত আমার,
এতটুকু চলার শক্তি-
আমি একটা জায়নামাজে
ভক্তি ভরে দাঁড়াতাম
সালাতের জন্য।

আমার হাতে যদি থাকত,
এতটুকুন শক্তি আঙুলে ধরার-
আল্-কোরআন তুলে নিতাম
আমার দুটি ঠোঁটের কাছে।

০০০০০০

www.pathagar.com

গেল

গেল!
দেশের পানি গেল!
শীতের পীঠার রস গেল!
শালী ধানের খৈ গেল!
সরষে বাটা ইলিস গেল!
পুটি মাছের বংশ গেল!
গামছা বাঁধা দৈ গেল!
নিদ্রাসুখের রাত গেল!
ঘুমের ঘোরে প্রাণ গেল!

বিদ্যালয়ের পাঠ্য গেল!
সোনার ছেলের মাথা গেল!
আদালতের বিচার গেল!
পুলিশের নীতি গেল!
গেল গেল সবই গেল!

সুখ গেল শান্তি গেল!
জনগণের চাকরি গেল!
কল গেল কারখানাও গেল!
বিদ্যুতের বাতি গেল!
নাতি খাতি জান গেল!
ফুল গেল ফাগুন গেল!
কোকিলের গান গেল!
বেঁচে থাকার আশা গেল!
গেল গেল সবই গেল!

০০০০০

www.pathagar.com

এসো

এসো খেলাঘর ছেড়ে,
এসো আবাস যেথায় চিরস্থায়ী।
এসো অস্থিরতা জুলুম ফেলে
এসো শান্তির উৎসমুখে
এসো চিরন্তন ভালবাসায়।
এসো স্রষ্টার কৃতজ্ঞতায়
এসো নিলর্জ্জ অকৃতজ্ঞতার জিদ ভুলে।

এসো করুনার প্রত্যাশায়,
এসো দুনিয়ার মোহ ছেড়ে–
এসো মৃত্যুর ভয় দিলে,
এসো বিলাসিতার সুখ দলে
এসো খোদার পথে জেহাদে ।

এসো কুফরী জীবনের জেল ভেঙ্গে,
এসো নফসের গোলামি ছেড়ে–
এসো খোদার রহমতের অনাবিল প্রত্যাশায় ।

০০০০০০০

www.pathagar.com

একটা যদি পাই

ঐ দেখা যায় অগ্নি শিখা
ঐ পাপীদের গোর,
ঐখানেতে জ্বলতে আছে
গুন্ডা ডাকাত চোর।

ও আগুন তুই খাস কি
একটা পাপী পাস কি ?

অন্য কিছু জানিনা
পাপী পেলে ছাড়িনা
একটা যদি পাই
অমনি ধরে ঘাপুস করে খাই।

০০০০০০০০০০০

পালাবে কোথায়

পালাবে কোথায় শুনি
ধ্বংসের জাল বুনি
খোদার সীমানা ছেড়ে,
মরন এলেই সারা
পড়তে হবে ধরা
নিয়ে যাবে সব কেড়ে।
এত যে সব আয়োজন
আজ অশেষ প্রয়োজন
কাল যাবে অন্যের হাতে,
ঘুষ সুদের বালাখানা
ঠিকানা কিস্তু করবখানা
কিছুই যাবে নাতো সাথে।

০০০০০

www.pathagar.com

বঙ্গশত্রু

নিহত প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান কে নিবেদিত

তুমি বঙ্গশত্রু
দেশের স্বার্থ বিকিয়েছ লুটেরা পড়শীর কাছে,
এক প্রজন্মের বুকে লিখেছ জঘন্য দাসখত।
মুক্তির লোভ দিয়ে আমাকে ঢুকিয়েছ অন্ধ কারায়
স্বৈরাচারের লাঠি ভেঙ্গে ধরেছ চাবুক- স্বহাতে।
রক্ত ভেজা একটি দেশের নাম দিয়েছ-
তলা বিহীন ঝুড়ি।

তুমি বঙ্গশত্রু
সংবিধানের বুকে দিয়েছ ধর্মনিরপেক্ষতার লাথি,
আল্-কোরআনের আয়াত দিয়েছ মুছে বিদ্যাপীঠে,
বিসমিল্লাহ ছেড়ে সালাম ভুলেছ, জয় বাংলায়।
চাকমাকে বলেছ 'বাঙ্গালী হয়ে যা'
ভারতকে বলেছ যা পারিস নিয়ে যা।

তুমি বঙ্গশত্রু
পাকিস্তানীরা চলে গেছে, জন্ম দিয়েছ রক্ষী বাহিনীর,
আর ওদের পায়ে দিয়েছ শক্ত বুট হাতে বন্দুক-
সন্ত্রাসের পথে যাত্রার করেছ অশুভ উদ্বোধন
যুবলীগের হাতে জিম্মী দিয়েছ দেশ।

তুমি বঙ্গশত্রু
সস্তা খাওয়াতে চাল করলে পঞ্চাশ, লবণ হল নিরুদ্দেশ
ক্ষুধায় কাতর মানুষ হল দিশেহারা
দেশ জুড়ে এনেছ চুয়াত্তরের মড়ক।

তুমি বঙ্গশত্রু
গনতন্ত্রের রান্না বাড়া খাওয়াবে বলে ঢুকেছিলে ভাড়ার ঘরে
অতঃপর, পরিবেশন করলে গোটা দেশকে
একনায়কতন্ত্রের নিকৃষ্ট আলু সিদ্ধ, আটাঘুটা পানা ভর্তা,
বাকস্বাধীনতার উলু দিয়ে টিপে ধরলে আমার গলা
আলজিবে, এবং খবরের কাগজ।

তুমি বঙ্গশত্রু
বন্ধু বেশে বসলে বাংলার মাচায়,
রক্ষক বেশে ঢুকলে গোলা ঘরে,
ভক্ষক রূপে আর্বিভাব হলে ক্ষণে
গোটা দেশে ত্রাসের শাসন কায়েম করে
রাজা হবার স্বপ্নে বিভোর হলে।

তুমি বঙ্গশত্রু
তুমি জাতির পিতা নও, ডাকাতের পিতা
মানুষের ভালবাসার প্রতি অকৃতজ্ঞ
কলংকিত শাসক দেশধ্বংসের কর্তা কারক
মওলানা ভাসানীর দেয়া অসার্থক নামকরণ।

(ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত ছেলেকে যে ব্যক্তি বিচার না করে বুকে তুলে নিতে পারে, যে ব্যক্তি ২৫ বছরের জন্য দেশকে ভারতের গোলাম বানাতে পারে দাসখতে স্বাক্ষর দিয়ে, যে ব্যক্তি গণতন্ত্রের ওয়াদা দিয়ে তার কবর রচনা করে, বাকসাল দিয়ে গোটা দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে, ক্ষমতার লোভে যে লোক মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারে, নিষিদ্ধ করতে পারে দল-মত, যে ব্যক্তি ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরোপেক্ষতাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করে মুছে দেয় কোরআনের আয়াত, সেই বিশ্বাস ঘাতক নেতাকে বন্ধু বা জাতির পিতা বলে আখ্যা দেয়া হলে এসব শব্দের অর্থেরই বিকৃতি ঘটে। মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। একজন মুনাফিককে জাতির পিতার আসনে বসানো ঈমান আকীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অমুসলমানরা যাকে ইচ্ছে পিতা দাদা বানাক কিন্তু আমরা এমন কিছু করতে পারিনা যা আল্ কোরআনে আল্লাহ আমাদের অনুমতি দেন নাই। এমনকি আধুনিক জাতীয়তাবাদের ধারনাও খোদাদ্রোহী মতবাদ সমূহের মধ্যে অন্যতম। -.স.)

www.pathagar.com

এখনই সময় ভাববার

শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ সাদিয়া মঈন

এখনই সময় ভাববার–
মরণের ভয়ে কাঁপবার
দুনিয়া দেখে হাসবার
কবর বাসে থাকবার
সময় এখন ভাববার।

এখনই সময় ভাববার–
নিজেকে তলিয়ে দেখবার
কেমনে চলছে কারবার
বিচার করার বারবার
সময় এখন ভাববার।

এখনই সময় ভাববার–
দুনিয়া মোহ ভুলবার
সত্যের পথ ধরবার
জালিমের পথ ছাড়বার
সময় এখন ভাববার।

এখনই সময় ভাববার–
মিথ্যার সাথে লড়বার
আঁধার ছেড়ে আসবার
আলোর পথে ডাকবার
সময় এখন ভাববার।

এখনই সময় ভাববার–
ঈমান পাকা করবার
তাগুদ শক্তি রুখবার
খোদার পথে মরবার
সময় এখন ভাববার।

০০০০০০

www.pathagar.com

শয়তানের ছাতা

শয়তানের ছাতা দিয়ে ছেয়ে গেল–
আকাশ, ঘরের ছাদ
আপামর মানুষের চোখ, দেশের ভবিষৎ!
শয়তানের ছাতা দিয়ে ঢেকে গেল–
সূর্যের আলো
আগামী প্রজম্মের বিবেক
আজন্ম বিশ্বাসের সততা।
শয়তানের ছাতা গিলে গেল–
তারুণ্যের পবিত্রতা
তরুণীর গর্বিত সতীত্ব
মা বাবার চোখের লজ্জা
শ্বাশত মূল্যবোধ।
শয়তানের ছাতায় ভুলিয়ে দিলো
মনের বিশ্বাস, জীবনের শেষ ঠিকানা,
শিকড়ের আশ্রয় সত্যের সরল পথ
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার অসারতা মৃত্যুর অনিবার্য আগমন।
শয়তানের ছাতায় ধাক্কা দিলো–
মসজিদের মিনার, বিছানো জায়নামাজ
বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের গলা
অগণিত ছাত্র ছাত্রীর পিষ্ঠদেশ।
শয়তানের ছাতা কেড়ে নিলো–
তন্বীর বুকের ওড়না
পরনের পায়জামা––
ঝিয়ের মাথার ঘোমটা
সুখ– সংসারের বন্ধন
সমাজের শীলতা।

০০০০০০

www.pathagar.com

বাঙালী জাতীয়তাবোধ

কি করে বাঙালী হব
বড় চিন্তাই আছি ভাই,
কোথায় গিয়ে একটা
কদুর বস আমি পাই ?
তালিমারা জামা নাই
গাঁজার গন্ধে বমি পাই,
ধিন নাচে ঝুমুর বাজে
সেথাও আমি নাই ।
নববর্ষের পান্তা ভাত
তাওতো আমার সইনা,
মঙ্গল দ্বীপের অগ্নি ছটা
দৃষ্টিতে আমার চাইনা।
রবীন্দ্র জয়ন্তী একটিবারও
আপন মনে হয়না,
ঢোল তবলা নর্তকীরা
ঈমান খাওয়ার বায়না।
শহীদ মিনার সৌধগুলো
ইবলিসের প্রিয় আস্তানা,
আগুন জ্বেলে ফুলের মালায়
নমস্কার দিতে পারবনা।
কি করে বাঙালী হব
বড় চিন্তায় আছি ভাই,
চারদিকে অপসংস্কৃতি
শিরকের সীমানাই।
কি করে বাঙালী হব
কয়জন হবে বাবা ?
কোথায় কেবলা আমার
কোথায় আমার কাবা ?
কি করে বাঙালী হব
ঈমান বজায় রেখে,
তওবা করি হাজার বার
খাঁটি বাঙালীদের দেখে।
কি করে বাঙালী হব
এই সোনার বাংলাদেশে,
খাঁটি বাঙালী মরলে তবেই-
বাঁচব আমি, ঈমানের পরিবেশে।

ooooooooooooo

বাংলাদেশের কিছু মানুষ নিজেদেরকে শুধু মাত্র বাঙালী বলে গর্ববোধ করে। তারা সাহিত্য সাংস্কৃতি নৃত্য নাটকে বাঙালীর একটা মডেল খাড়া করার প্রচেষ্টা করে আসছে। একটা খেচুড়ি ভাত পাকানোর মত অবস্থা করছে খবরের কাগজ রেডিও টিভি মঞ্চ ময়দানে। অথচ মুসলমান হবার পর ঈমানের সাথে যে সকল বিষয়ের বিরোধীতা তাদেরকে নির্মূল করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। নচেৎ আমারা মুসলমান নামের মুনাফিক। বাঙালী কালচার বলে যেসব রীতিনীতি ইতিমধ্যে চলছে এবং মুশরিক-নাছারাদের থেকে আরও আমদানীর অপচেষ্টা চলছে তা আমাদের রুখতে হবে। নতুবা মুসলমান বলে দাবী করলেও আমরা মূলত মুনাফিক। .স.

www.pathagar.com

তামান্না

জান্নাতুল ফেরদৌস তামান্নার নামে

এইতো তামান্না আমার জীবনের,
আমির হামযার সুমিষ্ট মরণের।
মানুষে মানুষ করে যে ব্যবধান,
হোক ধ্বংস তার সবংশে তিরোধান,
চিরতরে।

এইতো তামান্না আমার দূর্বার,
মানুষ নামের পশুগুলো ধরবার।
ওদের বানানো লাল ঘরে-
ওদেরই এক একটা চালান দিয়ে,
সমাজ সুস্থ করবার।

এইতো তামান্না আমার- এন্তার
কোরআনের রাজ এনে
সোনার সমাজ গড়বার।
শাহাদাতের পিয়ালা পিয়ে
জীবন ধন্য করবার।

০০০০০০০০

www.pathagar.com

আমি বিজয় দেখেছি

বীর মুক্তিযোদ্ধা মজনু ভাইকে

আমি বিজয় দেখেছি-
মজনু ভায়ের হাতে ধরা উদ্ধত মেশিনগান
ব্রাশ ফাইআরে কাঁপানো আকাশ
একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর,
স্মৃতির কোলে চিরভাস্বর, চিরঅম্লান।

আমি বিজয় দেখেছি-
আলিম মামার চোখে, শহরের নিরাপত্তা রক্ষায়
অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ সেদিন।
শহীদ মামার গরজে উঠা রাইফেল,
সেলিম মামার হাতে ধরা এসএলারের গর্জন
পতাকা হাতে মান্নান লিয়াকত জিন্না ভাইয়ের ছোটাছুটি,
স্টেশনের পাশে বিরাট পুকুরে সাতার কাঁটা-
খরসালা মাছ গুলি করে মারার প্রতিযোগীতায়।
বিজয় দেখেছি-আমি।

আমি বিজয় দেখেছি-
লাখ মানুষের বিজয় মিছিলে,
শ্লোগানে শ্লোগানে দোলায়িত বাতাসের বুক,
ফিরে আসা শরণার্থীর অনিশ্চিত মুখ,
কাঁধে টানা বাঁশ-
বাঁশের মাথায় ঝুলানো ঝুঁড়ি,
ঝুড়িতে বসা বৃদ্ধ মায়ের মুখের দন্তহীন হাসিতে
বিজয় দেখেছি আমি।
আমি বিজয় দেখেছি-
বিনিদ্র পিতার রক্ত চোখে
ধ্বংসস্তুপের 'পরে দাঁড়িয়ে আমার মায়ের কাঁন্নায়
পোড়া বাড়ির দেউড়িতে দাঁড়িয়ে
স্তম্ভিত নানার চাহনীতে
বিজয় দেখেছি আমি।

আমি বিজয় দেখেছি
ভারতীয় ফৌজের ট্রাক বহরের দৈর্ঘে
অতঃপর তাদের লুটপাটে-
আমার দেশের অসহায় সেই চিত্রে,
যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা নিরুপায়, নির্বাক
সেই পরাজিত বিজয়ে,
আমি বিজয় দেখেছি-
একাত্তরে।
ooooooo

www.pathagar.com

পাথর চাপা

বোন সালেহা খাতুনের সম্মানে।

আমার হাতের 'পরে পাথর চাপানো!
বুকের 'পরে বিশাল পাহাড়,
আমার মাথা ফুঁড়ে উঠেছে বটবৃক্ষ,
পত্রে পাতায় তার বাতাসের আদর সোহাগ।
আমার জমিন জুড়ে পাখিদের বিষ্ঠা-
চোখের কাজল ভরে নীল ছবি,
যেমন আজকে রূপসী বাংলার সমাজ ।।

আমার মাথার 'পর বটবৃক্ষ,
শাখায় শাখায় নেতারা-
মায়াবী জোৎসনা পোহায়,
আমি দাঁড়িয়ে থাকি,
তবুও দাঁড়িয়ে থাকি বট বৃক্ষটাকে মাথায় নিয়ে।
নেতাদের ওজন সয়ে, শরীরের পরতে পরতে।
আমার হাতের 'পরে পাথর
ফেলে দেয়ার উপায় নাই
শুকনো মাটিতে শুয়ে আছেন জননী,
পাঁয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাস্তান
দলীয় পেশীর হাতে ধরা খুর ।।

আমার আয়বুড়ো বোন দাঁড়িয়ে
জামায়ের প্রত্যাশায়,
এই কোটি কোটি বেকারের দেশে,
সকার কোন আমলার স্বপ্নে।
কামলারা কোদাল নিয়ে হাতে,
হাটে- মাথায় ঝুঁড়ি
খাল কেটে কুমিরের আবাদে ।।

আমার বুকের পাথর অনড়,
প্রতিদিন দেখ ভাল করে রাজহংস-
হাতা কাটা কোট পরে আসে হিমবাহ,
পাথরে চুমা খায় বারবার-
বলে যায় তোমার জন্য এখন, হাহাকার।
পাথর সময় নয় ঘুচিবার।
০০০০০

www.pathagar.com

ভুট্টো মুজিব ইন্দিরা

কোথায় তোমাদের রাজনীতি এখন
কোথায় ঠিকানা ?
রক্তে নিয়ে! খেলেছিলে সেদিন,
এখন যে আর দেখিনা।
লক্ষ প্রাণের রক্ত স্রোতে
মাতলে খেলায় দম্ভ ভরে
ফল কি পেলে নিজের ভাগে ?
পরিণামের ফল কেমন লাগে ?.....।
তোমরা যদি যত্ন নিতে,
লোভের মাত্রা কমিয়ে দিতে,
সবুজ গাছে সোনার ফুলে,
ধরতো না আগ, হঠাৎ করে।
লক্ষ মায়ের পুত্র শোকে,
ভাংতো না বুক এমনি করে।
অথচ........
গুলির ঘায়ে ফাঁসির রশি
তোমাদেরকে ধরলো কশি,
লক্ষ চোখের সাগর পানি
প্রচন্ড এক জোয়ার আনি
ভাসিয়ে দিল তক্ত খানি।

বিচার হল রক্ত খেলার,
অন্য সবার শিক্ষা নেবার।
লোভে যে পাপ ভয়ংকরী,
এমন পাপে আর না মরি।
ভুট্টো সাহেব কবর বাসে
মুজিব সেথায় সবংশে,
ইন্দিরা গেল গঙ্গায় ভেসে
রাজিব মরল দৌড়ে এসে।
দেখনা বিচার কেমন শেষে
থাকলে না কেউ রাজার বেসে।

চক্রান্ত করলো যারা
দেখ দুনিয়া কোথায় তারা ?
শিক্ষা নিলে এদের দেখে
ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে।
তোমরা যারা এখন শাসক, (জেনে রেখো)
খোদাদ্রোহীতা সর্বনাশক।
০০০০০০

www.pathagar.com

না

না কোন বিষয়ে
না কোন আসয়ে
না নেই দাবিতে
না নেই চাবিতে।

না
না নেই আসিতে
না নেই চাওয়াতে
না নেই পাওয়াতে
না নেই সুখেঁতে।

না
না নেই বসিতে
না নেই কসিতে
না নেই বাঁধিতে
না নেই চাটিতে
না নেই কিছুতে
না শুধু হারাতে।

না
না শুধু কাঁদিতে
না নেই হাসিতে
না নেই সোনাতে
না শুধু ত্যাজিতে।

না
না হল দানেতে
না এল যাকাতে
না এল হজ্বেতে
না এল মরিতে
না গেল শেষেতে
আযরাইলের হাতেতে।

ooooo

www.pathagar.com

ওরা দেশের শাসক

ওরা দেশের শাসক–
রাষ্ট্র চালায় খোদাদ্রোহী কানুনে
মুখে বলে মুসলিম তারা!
কাফের ঘোষণা আল্–কোরআনে।
ওরা দেশের শাসক–
জনসেবার নিয়োজিত নিবেদিত প্রাণ,
মুলতঃ নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোরায় ব্যস্ত
বিলাসী আগামীর সন্ধানে।
তবুও, মুখে বলে ঈমানদার তারা !
মুলতঃ মুনাফিক, বলে আল্–কোরআনে।
ওরা দেশের শাসক–
রাসুলের সিদ্ধান্তের বিপরীতে করে বিচার
নাছারা মুশরিক আদর্শ তাদের,
হজ্জ্ব করে নিত্য করে ওমরা
সুদ দিয়ে চলে দেশ,
প্রকাশ্যে চলে উৎকোচ,
তবুও তারা দাবী করে মুসলমান!
আল্–কোরআন ঘোষণা করে জালিম কুফর,
জাহান্নাম যাদের আস্তানা।
ওরা দেশের শাসক–
কিন্তু বিরোধীতা করে !
যারা চায় কোরআনের রাজ
যারা বলে রাসুল বন্ধু শ্রেষ্ঠ নেতা।
ইব্রাহীম (আঃ) আমাদের জাতির পিতা।
ওরা চার দিক থেকে আক্রমণ করে, আগুন জ্বালাতে চায়
নমরুদের মত– হিজবুল্লাদের শিবিরে।
এর পরেও দাবী, তারাও মুসলমান !
খোদার ঘোষণায় ওরা তাগুদ
সব বুঝে তবুও তারা থেকে যায় অবুঝ
চরম ধ্বংসের মুখোমুখি।।

OOOOOOO

যারা আল্–কোরানের আদেশ মত সবকিছু পরিচালিত করে না তারা আর যা হোক পূর্ণ মুসলমান নয়। আল্লাহ্ পাক ঘোষনা করেছেন ".যারা খোদার অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন কার্য চালায় না তারা কাফের" (আল্ কোরআন ৫ ঃ ৪৪)। তিনি আরও বলেন "..তোমার প্রভুর শফত, তারা ইমানদার নয়, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় সমস্যা ও বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে তোমার দেয়া ব্যবস্থা মেনে নেবে... (আল্ কোরআন ৪ ঃ ৬৫)। বাংলাদেশের আইন কানুন সরকার পরিচালনা, অর্থনীতি সব কিছুই শরিয়তের প্রতি চরম বিদ্রোহ। অন্য কথায়, ১২ কোটি মুসলমানের দেশে সরকার আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে দেশ পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন হাযী মহিলা। অথচ উনার শাসন ব্যবস্থার সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ জারি আছে। কিন্তু উনি বা যেই ক্ষমতায় থাকুন, তার উপর ফরজ দেশে ইসলামী আইন চালু করা। জেনে বুঝে যদি তা না করা হয় তবে কোরআনের ঘোষণায় তারা হয় কাফের, কুফর বা মুনাফিক। তারা তাগুদ। এই তাগুদী শাসন উৎখাত করে মুমিনদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা তথা কোরআনের রাজ কায়েম করা আমাদের উপর আল্লাহ হুকুম।.স.

www.pathagar.com

সময় থাকতে

চরম নির্ভরতা আর পরম বিশ্বাসে
ধরেছ যে খুঁটি,
একটু খানি হওয়ার দোলে যদি
ধুলোয় পড়ে লুটি ?
এখনই ভাব থাকতে সময় হাতে
তোমার পুঁজি ওটাই,
কখন জানি আল্লাহ্ সুবাহান
আজরাইল না পাঠায়।
ঠিক কর ঘর সকাল সকাল
তুফান আসার আগে,
নইলে বলবে তখন কপাল খারাপ
কষ্ট তোমার ভাগে।

০০০০০০

মুনাফিক

মস্জিদে গিয়ে আল্লা মহান
বাইরে এসে আমরা প্রধান
আমরা বানাই সমাজ বিধান
উল্টে রাখি খোদার কোরআন
তবু বলি আমরা মুসলমান।
ইব্রাহীম হলেন জাতির পিতা
আল্লাহ বলেন রাসুল শ্রেষ্ঠ নেতা
আমরা বলি মুজিব বাবা
না মানলে লাত্থি খাবা
করবে না কেউ বাবার অপমান।
ইচ্ছামত মানব কোরআন
ছাড়বো নাকো বিদ্যা পুরাণ
পড়বো নামাজ শুক্রবারে
পুষ্প দেবো শ্রদ্ধা ভরে
শহীদ মিনার অগ্নিমঠে।
চাই যদি কেউ আইন খোদার
গর্জে উঠে সকল ব্রাদার
বলে, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করো
কেমনে এমন সাহস ধরো
কল্লাটা নিবো কেটে।

০০০০০০০

www.pathagar.com

আল্-কোরআনের অপমান

শ্রদ্ধেয় স্যার এনামুল হক শাফী,সম্মানে।

আল্লাহ্ বলেন কোরআন দিলাম
চলবে উহার আইনে,
রাসুল (সঃ) বলেন জন্ম মোদের
শুধুই উহার কারণে।
কোরআন জানায় তোমরা যারা
কর খোদার গোলামী,
ধন্য জীবন এই দুনিয়ায়
হাসর মাঠে সালামী।
দেশের বুকে যারা চলে
খোদাদ্রোহীর আইনে,
মুসলমানের খাতায় তাদের
নামটি খুজে পাইনে।
কাফির তারা সত্য যেন
ঘোষণা রাসুল জবানে,
যতই তারা করুক দাবী
ফাসিক তারা ঈমানে।
শাসন যদি না কর তুমি
রাসুল পাকের তরিকায়,
আল্লাহ্ বলেন আল্ কোরআনে
মূলে তোমার ঈমান নাই।
ঈমান যদি নাই থাকে
কিসের তুমি মুসলমান ?
নাম ভাঙ্গিয়ে চলছো শুধু
করছো কোরআন অপমান।।

০০০০০০

www.pathagar.com

এখনো কিছু বাকী

মুজিব তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাছিনার সৌজন্যে

এখনো কিছু বাকী যথেষ্ট শিক্ষা হতে তোমার।
রক্তের গন্ধ কি এতটা হালকা ?
এতটাই কি ফিকে রঙ ?
মাত্র জীবনের কটা স্বপ্ন দেখা
কয়েকটা রসগোল্লা অথবা খেজুরের পাটালী
তোমার মুখের মধ্যে তুলেছে আড়োলন,
আর তুমি ভুলে গেলে ইতিহাস ?
তুমি ভুলে গেলে দরজায় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা
নিথর লাভা মুখ।
ঘরময় এলোমেলো বিশ্রি রকমের জখম লাশ
যোগাসনের বিভিন্ন ভংগিমায় পড়ে ছিল !
তাও তুমি ভুলে গেলে.. ?
না— তুমি বলবে ভুলিনি জনাব–
এত যে আয়োজন দেখনা বুঝি
দেশ বিদেশের ঘর কুনো খুঁজে ফিরি
প্রতিশোধের আগুন চোখে....।
একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি ক্ষমতায়।

ওখানেই ভুল তোমার দিদিমনি
ওখানেই তোমার হিসাবের দূর্বলতা
কারণ না হাতিয়ে কারক নিয়ে মহা ব্যস্ততা।
কারণের গোলাম যখন কারক কর্তা
কর্মে তার নিয়ন্ত্রণর আলোক বর্ষ দূরে।

আর কারণটা যদি হয় চব্বিশ কোটি হাতের ফরিয়াদ
অন্ততঃ বিশ কোটি চোখের নোনা পানি
যদি হয় অসহায় নিপিড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস
জুলুমের আগুনে পোড়া বিশ্বাস
তবে,
কারক হয়ে পড়ে একটা হিল্লা মাত্র।
তুমি কি ভুলে গেছো ঢাকার রাস্তায় সেদিন
নাজাদ দিবসের জনস্রোতে থৈ থৈ,
অলিতে গলিতে গ্রাম গঞ্জ ফেরিঘাট
মাঝি মাল্লার গানের কথায়,
সেদিনের সেই আনন্দ উল্লাস ?
মীর জাফর আলী খাঁনের দোস্ত
আর এক বিশ্বাস ঘাতকের সবংশ নিপাত সংবাদে।
টাইটানিকের মত ইতিহাসের মহাসাগরে নিমজ্জিত
অবিশ্বাস্য হলেও সেটাই সত্য।
তার ফল ছিল আমার এই বর্ণমালা চয়নের নির্মল অধিকার।
আসে পাশে যেসব বন্ধুরা তোমাকে খুশী রাখে
বাবার মত যদি মুখোমুখি হয়ে পড় গজবের

www.pathagar.com

নিজের জানটা নিয়েই ব্যস্ত হবে বসন্তের কোকিলেরা,
চৈত্রের মাঠে পড়ে থাকবে গলিত শব
শকুনেরা দয়া করে যদি নামে
অন্ততঃ তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হয়ে যাবে দেহটার।

এখনো কিছু সময় হাতে,
মানুষের হাত উঠে যাবে আকাশের দিকে
চোখের পানিতে ভরবে পদ্মা, মেঘনা যমুনা–
বুকে মাঝখানে যেখানে দোয়ার বাড়ী
সেখান থেকে কান্নারা মিছিল করে যাবে
খোদার আরশের দিকে।

তখন কারক ধরে লাভ হবেনা–
কারণের জোর যদি হয় এমন প্রচন্ড
যে কোন বাহানায় এসে যাবে সে,
পিছনে ফিরে দেখার সময় পাবে না তুমি।

তোমার বাবা মুছে দিয়েছিল খোদার কালাম
বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা থেকে।
তুমি বুঝি চক্রান্ত করছো
কোরআন চর্চাকেই তুলে দিতে–
ছোট কচি শিশুদের চোখের মনি থেকে।
বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম থেকে।

অথচ ভুলে যাচ্ছ এখানেও–
মানুষ কি আশা করে–
আশা করে সান্তান তার প্রথমেই শিখুক–
আলিফ, আউযুবিল্লাহ...। তারপর–
বা   বিস্‌মিল্লাহ......।
মানুষের বুক থেকে কোরআনকে মুছে দিতে চাচ্ছ!
ভয়ানক সাহসের সীমানা পেরিয়ে তুমি....।
কচি মনে দিতে চাও ধর্মহীনতার বিষ ?
বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আয়াত উচ্ছেদের পরিনাম
প্রায় সবংশে শিকার,
তবে তোমার আখের কি হবে ভেবে দেখো।

অতএব তুমি সময় থাকতেই সাবধান,
এখনো তওবা করে ফিরে আস,
নতুবা তৈরী হয়ে যাও
তোমার সৃষ্ট কারণের ফল ভোগের জন্য।
কারকের কোন পিছনে না ছুটে করণের হিসাব করো।
অথবা ইতিহাস বার বার ফিরে আসে।
তোমার জন্যও নিশ্চয় হবেনা ব্যতিক্রম।।

ooooooo

www.pathagar.com

করুণাটুকু করো প্রভু

ডাঃ আনিসুর রহমানের প্রতি শুভেচ্ছায়

আমি সহ সারা দেশের বুকে চেপে বসেছে একটা ক্ষুধার্ত শকুনী
এবং আমি যন্ত্রনার সাথে মিতালী করার চেস্টা করছি,
আমার পরিচয়গত দ্বিতীয় জন্মের পর থেকে। ভাবছিলাম,
আমার গায়ের চামড়াটা যদি লোহার হত
অন্ততঃ একটা শিক্ষা হত ওর
আর আমার হত নিশ্চিৎ বসবাস, বাংলাদেশে।

আমি চলে যাব তৃতীয় পরিচয়ের উদ্দেশ্যে কানাডা-
অ্যামেরিকা বা অন্য কোথাও, এই সুড় সুড়ে ভাবনার
একটা অল্প বয়সী কাঠবেড়াল,
মনের অর্ধমৃত গাছটির শাখা প্রশাখায় ছোটাছুটি করছে
ওর লাফ ঝাপ বন্ধের জন্য সবেগ চিন্তার বাতাস
আমার ভিরতটায় ঝাকি দিচ্ছে,
যেমন বাচ্চা ছেলেরা বরোই ডালে দোলা দেয়।
তারপরেও কাঠবিড়ালী স্বভাব-চরিত্র পাল্টাতে নারাজ।

এরই মাঝে মুয়াজ্জিন গেয়ে উঠল ভোরের গান
সমস্ত কুয়াশা ঠেলে আমার কানের মধ্যে বর্শার ফলার মত ঢুকে গেল।
আমাকে স্পর্শ করলো তার সুরের মোহনীতা,
একমাত্র প্রিয়তমের সান্নিধ্যে আসার আহবান-
প্রথম পরিচয়ের পাশপোর্ট সংগ্রহের আকূতি আমাকে
প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দিল।

আমি প্রাণপনে উঠার চেস্টা করলাম,
জন্মের পর প্রথমবার যেমন করে একটা হরিণ শাবক।
আমার উপরে ঝেকে বসা শকুনীর অস্তিত্বে খোচা লাগল
এবং সে সমস্ত শক্তিতে খুরধার ঠোঁট-নোখ ব্যবহার শুরু করল।
আমার চেখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো বিজলীর মত যন্ত্রনা।
বললো, এখনো মরিস না কেন ?

তখনো বাতাসে আযান, প্রিয়তমের সাথে সাক্ষ্যাতের নির্ধারিত সময়।
আকাশে প্রভুর আবেদন " মনে পড়ে না বন্ধুর কথা ?"
আমি বলি " হ্যাঁ বন্ধু, তোমাকে ভুলে যাইনি, তবে যাই
কখনো কখনো নিদারুন যন্ত্রনায় ।"
তোমাকে মনে পড়ে যখন নিজেকে দেখি।
যখন নিজেকে ছাড়া বাইরে তাকাই
যখন যেখানে দৃষ্টির জাল ফেলি
উঠে আসে সমস্ত শ্রদ্ধা বিশ্বাস একত্রিত হয়ে।
তোমাকে আরও বেশী মনে পড়ে
যখন খাটিয়ায় যায় কোন সওয়ারী সকল ব্যস্ততা ফেলে হঠাৎ।

www.pathagar.com

তোমাকে দেখতে আসতে পারিনা প্রভু
তুমি এসে দেখা দাও
শকুনীর থাবায় আমরা রক্ত ঝরায় দিন রাত।
শকুনীর দলটাও বড় হিংস্র এখন
তথাপি তোমাকে ভুলে যাবার প্রশ্নই উঠেনা মালিক।
এই যে নিরন্তর যন্ত্রনা-
সেতো তোমার অজানা নয় বন্ধু, গোলামীর পরীক্ষা নিওনা আর,
আমার জন্য সহজ করে দাও তোমাকে মনে করা।

দুনিয়াটা মাথায় নিয়ে ভোর হাটে সোনালী সকালের দিকে।
সারা দেশের সকল শকুনেরা ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করে
কখন আমরা লাশ হয়ে পড়ে থাকি
ওদের ক্ষুধার তুলনায় গড় লাশের সংখ্যা এখনো কম।
ওরা তাই জাল পাতে জেলেদের মত মৎস শিকারের কায়দায়।
প্রতি দিন অনেক নতুন মানুষ মানষিকভাবে মৃত্যুবরণ করে,
বেঘোরে ঢুকিয়ে দেয় মাথা জালের ফাঁদে।
আমার বুকের উপর তখনো শকুনী বসে থাকে
যখন দুপ্রহরের সূর্যটা কিছুটা পশ্চিমে হেলান দেয়
তুমি আবার ডাক দিয়ে বল " এখনো তোমায় মনে আছে কিনা ?"
মনের মধ্যে তোমার চেতনা, যতটা কষ্টের মধ্যেই তুমি রাখনা কেন
প্রভু, নিশ্চই তোমাকে মনে আছে।
আমার এই দূর্বিসহ অবস্থা তুমি দেখছো, আমি তোমায় বলবো না,
বলবো না কখনো আমাকে শকুনীর হাত থেকে বাঁচাও
কারণ আমার ভাল তুমি আমার চেয়ে বেশী জান প্রভু।

এই শকুনীদের সাথে যদি আমি পরাজিত হই ?
কারণ, আমি একা যুদ্ধে গেলে তা হতে পারে বৈ কি,
কারণ, তোমার গোলামেরা মানষিক ভাবে মরেছে,
কতবার ওদের চোখের সামনে তুলে ধরলাম কোরআন
কতরাব গলাধাক্কা খেয়ে ফিরলাম
কতবার ওরা শকুনের ভাষায় আমাকে গালি দিল,
তাই মনে হয় ওরা মরেছে কলবে ওদের পড়েছে অমাবশ্যা।

এভাইে যদি আমার জন্য তুমি পাঠাও মরণের দূত
আমার চোখের উপর দিয়ে দেয় কাল পর্দা
এবং আরও অনেক বেশী যন্ত্রণাময় যদি হয় সেই সময়টা
তখনো আমি তোমাকেই মনে করব, প্রভু।
আমার শেষ নিঃশ্বাসের সাথে শেষ শব্দটা লা-ইলাহা ইল্লালাহ্......
ছড়িয়ে যাবে বহু দূরে
পৃথিবী ছেড়ে তোমার আরশের কাছে
এই চরম সত্যের ঘোষণা দিয়ে
আমি যেন তোমার কাছে আসতে পারি
সেই টুকু করুণা তুমি করো প্রভু।

00000

www.pathagar.com

একালের মীরজাফর শেখ মুজিব

মীরজাফর কে লেখা খোলা চিঠি।

ভেবেছিলে মীরজাফর-
ইতিহাস জুড়ে উপমা তোমার শুধুই তুমি থাকবে চিরকাল
এই বাংলায়!
তোমার নামটা ভাষাকোষে স্থান নিয়েছে বিশেষ,
এটা এখন একটা শব্দ, মুনাফেকীর সমার্থক অথবা পরিপূরক
কিম্বা আরও জঘন্য অর্থে এর ব্যবহার।
তুমি উপমায় উপবিষ্ট ইতিহাসের মঞ্চে মুনাফিক-বিশ্বাসঘাতক
নিকৃষ্টতম খলনায়ক।।

তুমি বসেছিলে মসনদে ক্ষণিক নবাব পুতুল,
মীর মদনের লাশ দলে হেটেছিলে প্রসাদ বরাবর।
সিরাজের রক্তে সাঁতার দিয়ে উঠেছিলে কিনারায়
তুমি বাংলা বধুর সতীত্ব স্বাধীনতা সৌন্দর্য
উন্মুক্ত করেছিলে বৃটিশ বেনিয়ার জন্য,
ওদের ক্ষুধার্থ লোলুপ নখর থাবার জন্য-
আপন প্রিয়ার বক্ষকে তুলে ধরেছিলে তুমি,
মুনাফিক-বিশ্বাসঘাতক, ইংরেজ বেনিয়ার হাতে।
অপমান আর লাঞ্ছনার ঘৃণিত জীবনে ছিলো নিষ্পত্তি তোমার
সেই সাথে তামাম দেশের ।

সেই হারানো লজ্জা-অধিকার আমরা এনেছি ফিরিয়ে
স্বাধীন বাংলাদেশের আকাশে মুক্ত বলাকারা ডানা মেলেছে এখন।
অবশ্য,
মূল্য দিয়েছি অনেক, অনেক রক্ত লজ্জা !
বিলুন্ঠিত জনপদ - আমাদের সোনার দেশ বাংলায়।

আমরা চোখের ঘুম দিয়ে
অর্থ দিয়ে সময় দিয়ে সয়েছি যন্ত্রনা,
আমরা রক্ত দিয়ে
প্রেম দিয়ে ভালবাসা দিয়ে
চোখের পানি দিয়ে, আট কোটি বুক বিশ্বাসে ভরে
বখতিয়ারের মসনদে বসিয়েছিলাম এক নেতা,
শেখ মজিবুর রহমান।
তারপরঃ
মীরজাফর,
বিশ্বাস ঘাতকতার যে বিশ্ব রেকড তুমি করেছিলে
সেই রেকড ভঙ্গের প্রতিযোগীতা-
সেই আম্র কানন থেকে শুরু ম্যারাথন,
শেষ হয়েছিল আজকের রাজবাড়ী ঢাকার রাজপথে।
অনেকেই নামলেন মাঠে প্রতিযোগীতায়
বাতসে ভর দিয়ে এলেন কিছু মানুষ,

www.pathagar.com

হাফ প্যান্ট পরে নামলেন মুজিব
কোটি কোটি জনতার সামনে অবাধ স্বাধীনতায়
লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে
শুরু হল উলঙ্গ সেই দৌড় পাল্লা।

তোমারই পথে শুরু হল মুজিবের যাত্রা,
তিনি কোটি কোটি মানুষের কলিজা কেটে
তাজা রক্তে রাঙিয়ে হাত-
অত্যন্ত সযত্নে লিখে দিলেন দাসখত-
সন্তানহারা জননীর বুকে
বিধবার পরনের সাদা শাড়ীতে
হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার সাদা কাফনে
সন্তানহারা পিতার হৃদপিন্ডে
পিতার কাঁধে বওয়া খাটিয়ার কাঠে
এতিম শিশুর চোখের মনিতে
সেনানীবাসের সদর ফটকের চৌকাঠে
এবং বাংলাদেশের পতাকায়।

মীরজাফর, তুমি দিলে দেশ বেনিয়ার দখলে
শেখ সাব দিল তা ভারতের কবলে।
মীরজাফর , তুমি দিলে ইংরেজের ঘোড়া ছুটিয়ে,
শেখ সাব দিল লাল ঘোড়া হাকিয়ে,
মীরজাফর, তুমি ভেট দিলে ইংরেজ জল্লাদদের,
শেখ দিল নজরানা মুশরিক প্রভুদের।
মীরজাফর, তুমি শুধু তোমার বিশ্বাস কবর দিয়েছিলে
মুজিব কোটি কোটি মানুষের বিশ্বাসের জানাযা করেছিলো।
পূর্ণ একিনের সাথে অনুমতি দিয়েছিলো তার প্রভুকে,
নাও, সব নাও এমনকি পদ্মার পানি - তাও নাও।
বেরুবাড়ীর মাটি নাও, তিন বিঘা দাও আর না দাও।

শেখ দিয়েছিলো ওয়াদা গণতন্ত্রের
দিয়েছিলো প্রতিশ্রুতি মুক্তির। আর সেই আশায়,
লক্ষ লক্ষ মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে লিখে গেল
স্বাধীন বাংলাদেশ।
মীর জাফর -
তুমি একবারে গলা কেঁটে মৃত্যুকে করেছিলে অতি সহজ।
মুজিব করলো ধীরে ধীরে তার আয়োজন-
ধর্মনিরপেক্ষতা ছুরি দিয়ে তুলে নিলো দুটি চোখ
রক্ষি বাহিনীর জুতার তলায় উঠে গেল শরীরের চামড়া
যুবলীগের ধর্ষনে গেল ইজ্জত
চুহাত্তরের ক্ষুধা দিয়ে করে দিলো আরও দূর্বল
তার পর বাকী ছিল শুধু গলাটা কাটতে-
এবার নিজ হাতে তুলে নিলো দায়িত্ব
দূর্বল লোকটিকে শুইয়ে দিলো চিৎ করে
চালিয়ে দিলো জয় মা বাকশাল ত্রিশুল তরবারি

www.pathagar.com

নিমেষে জবাই করে দিলো সহাস্যে।
ক্ষুধা মৃত্যু আর লাশের স্তুপের উপর বসে মুজিব
খেয়েছিলো এক শত চুয়াল্লিশ পাউন্ড ওজনের জন্মদিন কেক,
নিরোর মত বাঁশীতে তুললো সুরের মূর্ছনা,
বাংলার বন্ধুর আসল চেহারার জল ছাপ রেখে গেলে ইতিহাসে।

মীরজাফর,
কোথায় তোমার রেকড ?
বিশ্বাস ঘাতকতার সর্বশ্রেষ্ঠ পদক ?
ঐ দেখ মুজিবের গলায়, সেতো তোমারই প্রতিবেশী এখন।
ইতিহাস চিরকাল বলে যাবে –
তুমি যদি হও বিশ্বাসঘাতকার গুরু,
মুজিব তোমারই ছাত্র হয়ে ভেঙ্গেছে তোমার রেকড,
তুমি মেরেছো একবারে, মুজিব মেরেছে তিলে তিলে,
সে তোমারই প্রেতাত্মা, তোমারই মত ঘাতক, বিশ্বাসঘাতক।
বাংলাদেশের বুকে–
মুজিব রূপান্তরিত মীরজাফর
আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক মুনাফিক।

০০০০০০০

(বিশ্বাসঘাতকতা, জালিয়াতি, শঠতা– সর্বপ্রকার নীচ ও জঘন্য স্বার্থপরতার এক অনন্য চরিত্র হিসাবে বাংলাদেশের ইতিহাসের মীর জাফরের নাম অত্যন্ত পরিচিত। তার নাম আজ কোন নাম নয়, এটা একটা শব্দ যা উচ্চারণ করলে মানুষ বুঝে নেয় বিশ্বাসঘাতকতা। মীর জাফর নিজের স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতার ঝুকি নিয়েছিল। পরিণামে সে নিজের ক্ষমতাও বজায় রাখতে পারেনি উল্টে অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন নিয়ে বিতাড়িত হয়েছে মসনদ থেকে। তার আরও বড় পুরুস্কার অনাগত কালের মানুষের ঘৃণা আর অভিষাপ।

মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার মাশুল দিয়েছে এই দেশ প্রায় দুশো বছর। অসংখ্য মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষা রক্ত জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীনতার জন্য। অবশেষে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আজ মনে করা হয় মীর জাফরের মাধ্যমে যে সূর্য অস্ত গিয়েছিল বাংলাদেশের আকাশে তা আবার উদিত হয়েছে।

স্বাধীনতার পর লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ইজ্জত সম্পদের আমানত তুলে দিয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে। সে ক্ষমতা হাতে নিয়ে বাংলাদেশের সাথে এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে কি ব্যবহার করেছিল? মাত্র কয়েক বছর শাসণের মধ্যেই সে দেশটাকে তলাবিহীন ঝুড়ি বানিয়েছে। জনতা অনেক রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করে দেশর স্বাধীনতা এনেছিলো আর সে বাংলাদেশকে ভারতের অঘোষিত করদ রাজ্যে পরিণিত করেছে। ২৫ বছরের চুক্তির মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বিনিময়ে দেশের স্বার্থ ভারতের পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের অনুমতি দিয়ে শত হাজার কোটি টাকার ক্ষতি করেছে দেশের। লিখিত পড়িত ভাবে বেরুবাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী সেনা বাহিনীকে পঙ্গু বাহিনী বানিয়েছে। পাশাপাশি মানুষের সাথে যা করেছে তার বনর্না দিতে গেলে একটা বড় বই লিখতে হবে। ৯২ শতাংশ মানুষ যেখানে মুসলমান সেখানে সে কাফেরী মতবাদ আমদানী করলো। জঘন্য ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ইসলামকে কার্যকরী করার বদলে রাষ্ট্র ও মানুষের মন থেকে তা বিদায় করার জন্য সব সকম পদক্ষেপ নিলো।

নিজের ক্ষমতার জন্য রক্ষি বাহিনীর জন্ম দিয়ে তা দিয়ে সারা দেশের উপর অত্যাচার, হত্যা গুম ইত্যাদির দ্বারা জন জীবন অতিষ্ঠ করে তুললো। তারই দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির শাসনের ফলে '৭৪ সালে ক্ষুধায় অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তারপরে বাকশাল ঘোষনা করে সারা দেশের মানুষের স্বাধীনতার কবর নিজ হাতে খুড়লো। নিজের গদি টিকিয়ে রাখার জন্য শয়তানী মতবাদ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ঐ বাকশাল দিয়ে দেশের মানুষের দল মত চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতাকে খেয়ে ফেললো। পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার নজির খুজে পাওয়া কঠিণ।

কাজেই, মীরজাফরের চেয়ে মুজিব কোন অংশে কম বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, বরং নিরপেক্ষ বিচারে বলতে গেলে গোটা দেশের মানুষের সাথে সে জাফরের চেয়ে হাজার গুনে বেশী মুনাফেকী করেছে। মানুষের দেয়া আমানতের খেয়ানত করেছে নির্লজ্জভাবে। দেশের স্বাধীনতাকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে ধাপে ধাপে। মূলত শেখ মুজিব মীরজাফরের নব্য সংস্করণ। –সম্পাদক।

www.pathagar.com

সময়ের শফত

মুহাম্মদ আলী ভাই প্রতি শুভেচ্ছায়

সকল মানুষ নির্ঘাত ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত
নিয়ত জুলুম করে নিজের আত্মার উপর
আগ্নেয়গিরীর গলিত লাভা উৎগীরন
আত্মার জমীনে
কাঁকাতোয়া ভিষুবিয়াস সৃষ্টিকরে সমাজদেহে
হেঁটে চলে সর্বনাশের সীমানা ধরে, সকল মানুষ-
কিন্তু তারা নয়----
যারা আকাশের দিকে তাকায়
ঘুরে ঘুরে দেখে সবদিক এবং নিজেকে,
একটা সবুজ পাতা তুলে নেয় হাতে
পরখ করে স্রষ্টার কুদরত-কৃপা,
কৃতজ্ঞতায় অবনত করে দেয় শির
আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে মুখরিত করে আকাশ জমীন।
এবং তারা----যাদের হৃদয়ে---
মুয়াজ্জিনের আযান তুলে ঝড়
ছুটে যায় মসজিদে
জীবনের সমস্ত শোকরে নুইয়ে পড়ে অষ্টাঙ্গে
প্রতিষ্ঠা করে সালাত সমাজে
আল্লাহু আকবর অনুভব করে হৃদয়ে
এবং তারা-
মিথ্যার আঘাত প্রতিরোধ করে বুক দিয়ে
অন্যায়ের প্রতিবাদে দাঁড়ায় তাগুদের মুখোমুখি
রক্তে স্রোত দিয়ে ভাষিয়ে দেয় অত্যাচার
তবুও আপোষহীন-খোদাদ্রোহীতার বিরুদ্ধে,
নয় মুনাফিকী অথবা পিছুটান
সত্যের প্রতিষ্ঠায় জীবন তাদের মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত,
শত বিপদে ধৈর্য্যের সাথে রহমতের প্রত্যাশায় উম্মুখ
একমাত্র ইলাহার মুখাপেক্ষী গোলাম।
(সূরা আল্ আছরের ভাবার্থ)

oooooo

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবি

যদি কারো পরামর্শ
আমাকে জাগায় আরও জৈবিক তাড়নায়
আমাকে বন্য হতে যোগায় উৎসাহ,
যদি কারো উপদেশ হয় এমন–
নগত যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায় শূন্য থাক...,
যদি কারো শুভকামনা হয় এমন–
খাও দাও কর ফূর্তি,
যদি কারো দর্শন হয় এমন
আমরা আসলে বানর,
আমরা চলি যৌন তাড়নায়
এখানেই শুরু শেষ এখানেই,
মরনের পরে কিছু নেই।
যদি আবহান হয় এমন–
আগুন হল চিরস্থায়ী
তাই জ্বলিয়ে রাখি ঘরে,
গীতার সুরে সুর মিলায়ে করি অর্চণা।
যদি প্রতিরোধ হয় এমন
খোদার আইন করবে না দেশ শাসন
সমাজনীতি রাষ্ট্রনীতি আমাদের মুখের ভাষন।
পিটাও তারে যে বলবে কোরআন সংবিধান,
খোদার আইন উল্টে রাখ আমরা আছি প্রধান।
এমন কথা বলেন যারা
বুদ্ধিজীবির দলে তারা উচ্চ আসনে আসীন,
জনগনকে বুদ্ধি দিয়ে
নিজেদের জীবিকা অন্বেষণ তাদের।
তাই যদি হয়,
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি মিস্টার ইবলিস,
আদম থেকে তিনি মানুষকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন
একান্ত সেচ্ছাসেবকের মত।
আমাদের এখনকার বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবি
মিস্টার ইবলিসের স্কুলের শিক্ষক
যাদের হেড মাস্টার স্বয়ং মিস্টার আযাজীল।
এইসব ইবলিসের সহকর্মীদের খাজনায় পোষা হয়,
মহা সম্মানে।
এদের মাথা থেকে বেরিয়ে আসে শহীদ মিনার,
শিখা অনির্বাণ স্মৃতিসৌধ
এদের মাথা থেকে জন্ম হয়
মালা হাতে গোরে আসা, নিরবতা পালন এবং
সংগীত নৃত্য কলা, জাতীয়তাবাদের কাল সাপ।

০০০০০০০০০

www.pathagar.com

সময়ের সতর্কতা

শেখ হাছিনাকে খোলা চিঠি।

শুনে রাখ তুমি শেখ হাছিনা
থাকতে সময় কর আসল সাধনা।
হজ্জ্ব করে এসেছো তুমি হাযী
খোদার আইনে কেন তবে চরম অরাজী ?
গানে নাচে লাম্পট্যে ভরেছো দেশটা
জানকি তুমি কোথায় গিয়ে এর শেষটা ?
নিজ হাতে জ্বেলেছো আগুন অর্চণায়
হজ্জ্ব যেয়ে এই বুঝি চেয়েছিলে প্রার্থনায় ?
দেশ জুড়ে চোর ডাকাত খুন ঘুষ দূর্নীতি
গাইতে আছ তুমি তোমার বাবা সুখ্যাতি।
বেতার–টিভি বলছে আজি মুজিব বাবা সবার
প্রিয় বাবার কুকির্তীগুলো নয় কিন্তু বলবার।
খুন ধর্ষণ রাহাজানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস
মানুষের প্রাণ ঔষ্ঠাগত প্রায় বন্ধ নিঃশ্বাস।
প্রশ্ন, কোথায় তোমার ঈমান, কোথায় বিশ্বাস ?
বস্তা ভরা বুলি শুধু কোথায় তোমার আশ্বাস?
যত কথায় বলেছো তুমি দফা তোমার একটা
অন্যায় রুখেছে যারা, নিবে তাদের মাথাটা।
অপকর্মের শাস্তি হয় এমনি উপমা ইতিহাসে
চক্ষু মুদে চিন্তা কর, মৃত্যু সবার পাশে পাশে।
থাকতে সময় মুনাফেকী তওবা করে নাও
যে ক্ষতি করেছে তোমার বাবা পূরণ করে দাও।
কত মানুষ জীবন দিলো তোমার বাবার কথায়
মুনাফেকী দিলো সবার আশার আলো বৃথায়।
সুযোগ এখন সেসব ঋনের দিতে হবে শোধ
বুঝতে তুমি পারবে যদি অন্তরে আসে বোধ।
শোষন মুক্ত সমাজ হবে খোদার আইন হলে
শান্তিতে ভরবে এদেশ দুঃখ যাবে চলে।
কোরআন দিয়ে শাসন কর সময় বয়ে যায়
মুনাফিকের পথ ছাড়ো নাজাদের ভরসায়।
নইলে তুমিও বাবার মত রাস্তা রাখ মেপে
আস্তাকুঁড়ে স্থান হবে জনতা গেলে ক্ষেপে।
আল্লাহ্ যদি নারাজ হয়ে বলেন শুধু কুন
হয়ত আবার আসবে ফারুক বইয়ে দিবে খুন।

ooooo

(শেখ হাছিনা তার পিতার বাতিলকৃত দলের পক্ষে এখন দেশ শাসণ করছেন। তার পিতা দেশের মানুষের সাথে এবং ইসলামের সাথে বেইমানী করে খুব বেশীদিন দুনিয়াতে দাপট দেখাতে পারেন নাই। বাংলাদেশের মানুষ কোরআনের শাসণ চায় যেহেতু তারা মুসলমান। শেখ হাছিনার উচিত দেশে শরিয়তের আইন কানুন প্রতিষ্টা করা। কোরআন বিরোধী কোন প্রকার কাজ না করা। যদি তা করা হয় তার পরিনাম ভাল না। –সম্পাদক।)

www.pathagar.com

জীবন আমার দেশ

জীবন আমার
স্বপ্নে ভরা দেশ সবুজ আঁচলে জড়ানো
অরূঢ়াযৌবনা বাংলাদেশ, প্রিয়তমা–
আর কত কাল তোমার লজ্জা যাবে
আর কত বার তুমি ধর্ষিতা হবে ?
আর কত দিন তোমার পরনের শাড়ী
ভেসে যাবে দুর্নীতির বন্যায় !
ব্লাউজ খুলে নেবে স্বজনপ্রীতির কালবৈশাখে !
পেটিকোট খুলে নেবে !
মুসলমান নামী মুনাফিকের জলোচ্ছ্বাসে
আর খাদ্যার্থ শকুনেরা খুবলে খুবলে খাবে
তোমার সোনার দেহ, অঙ্গ প্রতঙ্গ ।

শত শত বছর রক্ত চোষারা চুষে গেল
তোমার হৃপিন্ডের রক্ত স্রোত
খেয়ে গেল অস্থির মজ্জা নাড়ির স্পন্দন।
আর কাঁধে বসে মাথার খুলি উপড়ে
করে গেল আরামের পায়খানা,
মগজে ভরে দিল বিষ্ঠা শ্লেষ্মা !

জীবন আমার দেশ–
উজ্জ্বল জোতি স্ফুরণের অবিরত দিনকাল
উত্তাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে অবর্জনা নিকলুষ
তুমি আবার হয়ে উঠো সবুজ
জীবনের গতিধারা এগিয়ে যাক গন্তব্যে
তোমার প্রেমিকেরা ভাবতে শিখুক নিশ্চিত ভবিষ্যত
অবধারিত সত্যের সামনে
অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণে বিজয়ী হোক
তোমার স্বাধীনতায় স্বাধীন চিন্তার ফসল ঘরে ঘরে
সুবাস ছড়িয়ে দিক এখন এবং অনাগত কাল।

ooooooo

www.pathagar.com

শহীদ মিনার

তুই ইট পাথর সিমেন্টের গোস্ত
লোহার রডের হাড্ডি
কিম্ভূতকিমাকার
স্তম্ভ।

তুই দরিদ্র মানুষের কষ্টের অর্থ
অতি সীমিত সামথ্যের
অপব্যবহারের
দৃষ্টান্ত।

তুই সজ্জিত হোস ফুলে ফুলে
একুশে ষোলই ডিসেম্বরে
বিজাতীয় ধারার
অনুকরনে।

তুই স্বনামে স্ববিরোধীতায় মিশ্র
প্রকৃত শহীদের অনাবশ্যক
রাজনীতির হীন
হাতিয়ার।

তুই আমার বিশ্বাসের বিপরীতে
বুকের জমিনে -প্রবিষ্ঠ
মূর্তি পূজার নব্য
সংস্কার।

০০০০০০০

(শহীদ মিনার নামে আমাদের দেশে বিভিন্ন স্থানে পূঁজোর আর এক ব্যবস্থা করা হয়েছে। দরিদ্র দেশের কোটি কোটি মানুষের মাথা গুজবার একটা মাটির ঘর নেই, সেখানে সম্পদের অপচয় করে এসব বিজাতীয় চিন্তার অর্চণা মঠ নির্মান করা হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। কোরআন হাদীসে এর কোন অস্তিত্ব নেই অথবা অন্য কথায় ইসলামী আকিদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। শহীদদের জন্য এধরের কোন পূঁজোর দরকার নেই। কাজেই এর উপর যারা আমল করবে তারা আর মুশরিকদের চিন্তার মধ্যে কতটুকু তফাৎ ভেবে দেখতে হবে। তারা যে ঈমানের মধ্যে কাফিরিয়ৎ পুষে রেখেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঈমানদার মুমিনদের উচিত দেশের অপচয় রোধ করা এবং পূঁজোর খুঁটি-খাম শহীদ মিনার স্মৃতিসোধ ইত্যাদি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে পুড়িয়ে দেয়া। যারা এর পক্ষে প্রয়োজনে তাদের সহ। -সম্পাদক।

www.pathagar.com

জাতির মাতা

আমি খুঁজে ফিরি
তেঁতুলিয়ার কোনা থেকে টেকনাফ
প্রতিটি গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর
শহরের রাজপথে প্রাসাদে এবং বস্তিতে
খুঁজে ফিরি সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায়
ট্রেনে বাসে ইস্টিমারে এবং জনসভায়
নেতা নেতৃদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায়
সংসদ ভবন দহলিজে, বংগভবন এবং
টেলিভিশনের রঙিন পর্দায়–
এক জন মাতা, জাতির মাতা।

সকলেই জাতির পিতা নিয়ে মহা ব্যস্ত
অথচ মাতার কোন তালাশ নেই !
কোন পক্ষের দাবীও নেই !
কেন নেই তারও কোন হদিস নেই
পিতা আছে মাতা নেই
পিতার সেবা করার কোন মানুষ নেই
আবার দাদারও কোন খোঁজ নেই
তার মানে পিতার কোন পিতা নেই
দাদাও নেই মাতাও নেই
শুন্য পদে কোন আবেদনও নেই।
আমি খুঁজে ফিরি দাদা এবং মাতা
অফিসের দেয়ালে দেয়ালে
সংবিধানের শুরু থেকে শেষে।

০০০০০০

(জাতির পিতা কে ? এই নিয়ে বাংলাদেশে বির্তকের শেষ নেই। আসল কথা জাতীয়তা জিনিসটা কি ? বিখ্যাত পন্ডিত টয়েনবি বলেছেন, "পাশ্চাৎ সমাজের দুটো বিপদ এক> জাতি–সচেতনতা দুই>মদ, একটি মনস্তাত্বিক অন্যটি বস্তুগত"। আমরাও আধুনিক জাতীয়তার বিষাক্ততা সম্পর্কে জানি। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের পরিচয় আমরা মুসলমান। আল্লাহ পাকের সৃষ্ট গোলাম। মুসলমানদের পিতা হচ্ছেন হযরতে ইব্রাহীম আঃ। আর কাউকে আমরা আমাদের পিতা বলে স্বীকার করি না। কোন ফাসেক কোন মুনাফিক মুসলমান জনগোষ্ঠীর জনক হতে পারেনা। শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি দল আমাদের জাতির জনক বানাবার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ক্ষমতায় বসে গায়ের জোরে অনেক কিছু করা হয়ত যায়। কিন্তু মানুষের মনের উপর কোন জোর চলেনা। যারা মুমিন মুসলমান তারা কোন দিনই এই বিজাতীয় চিন্তাধারাকে মেনে নেবে না। তাছাড়া শেখ মুজিবের যে ক্রিয়াকলাপ তাতে তাকে একজন স্বার্থপর ব্যক্তি ছাড়া অন্য বলা যায় না। নিজে ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী ভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও সম্পদকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। পাশ্ববর্তী দেশ তাকে ক্ষমতায় বসার সুযোগ করে দিয়েছিলো বলে ভেট স্বরূপ গোটা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দাসখতের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে লুটেরা পড়শীর পায়ে সপতে মুজিবের এতটুকু বাঁধেনি। সে যতি জাতির পিতা হয় তাহলে মীরজাফরের পরিচয় নতুন করে খুঁজতে হবে। – সম্পাদক।

www.pathagar.com

ঘুম পাড়ানী গান আর নয়

ঘুম পাড়ানী গান আর নয়, মাগো।
এবার আমায় জাগতে দাও,
উত্তপ্ত হতে দাও দ্বিপ্রহের সূর্যের মত
সাহসী হতে সাহস দাও তিতুমীরের মত
ঘরের মধ্যে রেখনা আমায় আর স্নেহডোরে।

আমাকে ঝাপ দিতে দাও সমুদ্রে
কুমিরের ভয় করবো না আর
কুমিরেরা আজ এ সমাজের সর্বত্র
হা করে আছে ক্ষুধাত চোখে।।

ঘুম পাড়ানী গান আর নয়, মাগো।
আমার হাতে তুলে খালিদের তরবারি
আমি কেটে সাফ করে দেই
সকল আগাছা...
সোনার সমাজ গড়ি সত্যে ছায়ায়।

০০০০

হাসিনা হাসিনা

ওমরা করে এলেন তিনি বসেই নরম চেয়ারে
মাথায় পট্টি বেঁধে পূজো দেন শহীদের মিনারে।
দেশ চলে রাষ্ট্র কাফেরী কানুন আইনে
সুদ ঘুষ হারাম ছাড়া হালাল কিছু পাই–নে।
তছবি হাতে বসেন গিয়ে ইস্তেমার আসরে
মাথা নিচু করে ঢোকেন সংসদের বাসরে।
হজ্জ করে এলেন হাযী জনগনের খরজে
খোদার আইন চাইলাম বলে তিনি উঠলেন গর্জে।
আগুন জ্বেলে পূজোর পথে করেন নতুন যাত্রা
খোদাদ্রোহী সাংস্কৃতির বৃদ্ধি করেন মাত্রা
এত বকছু দেখে আমরা দুঃখে মরি, কাঁদিনা
ঈমানের বহর দেখে শরমে মরি,
কিন্তু হাসিনা হাসিনা।

www.pathagar.com

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় স্বাধীনতা হারায় আমার মা
ইজ্জৎ হারায় বোন
আত্মহত্যা করে বেকার ভাই।
লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় পিতার কাঁধে তুলে দেয়
সন্তানের রক্তাক্ত লাশ।
ক্ষুধার্ত শিশুর বুক ফাটা কান্নায় কাঁপে আকাশ
রুটির জন্য গতর বেচে মা !
রমনী বনে যায় নটি !
প্রতি দিন রাস্তায় রাস্তায় বাড়ে ভিখারী।

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় প্রভু বনে যায় চকিদার
যেমন করে ইচ্ছে ঘুষ নেয় পুলিশ
দূর্নীতির থাবায় আটক হয় সততা, দেশ।
খুনি পায় আরও খুনের সুজোগ
ধর্ষণের বিচার চেয়ে আবারও ধর্ষিতা হয়
মর্জিনা খাতুন স্বয়ং পুলিশের হেফাজতে।

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় স্বাধীনতা পায় টাউট মাস্তান চাঁদাবাজ
মানুষ বন্দী হয় পেশীর কারাগারে
শাসকের আশ্রয়ে চলে লুট
দেশের রক্ত চুষে নেয়
গুটিকয় মানুষ
মানুষ নামের
পশু।

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় স্বাধীনতা পায় চোরাকারবারী
দেশ হয়ে যায় অন্যের বাজার
সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসে
অবৈধ পন্যরুপী দানব
খেয়ে ফেলে দেশের শিল্প,
সৃষ্টি করে বেকার।
লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় স্বাধীনতা পায় শুধু আমলা
মানুষের কবরের উপর গড়ে উঠে বহুতলা ভবন।

www.pathagar.com

সংসদে আইন হয় শুধু সাংসদের জন্য
আইন হয় কোটিপতির জন্য
আইন হয় আইনে ফাঁক সৃষ্টির জন্য।

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় স্বাধীনতা পায় নেতারা
জনগনের অধিকারের নামে হরতাল ডাকার
ঠেলাগাড়ী রিক্সা চালক মজুরের অন্ন কেড়ে নেবার
মুমূর্ষ রুগীর হাসপাতালের পথ বন্ধ করার।

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় তোমাকে ক্ষমতা দেয়
২৫ বছরের গোলামী চুক্তিতে স্বাক্ষর করার
একদলীয় শাসন কায়েম করার
শাসনের নামে লুট করার
লুটের মাল পাচার করার।

লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...
যে স্বাধীনতায় বাড়তে থাকে ঋণ
দাতারা বনে যায় নয়া প্রভু
কিছু মানুষের সম্পদের পাহাড়- আকাশ ছুঁয়ে যায়
আর গরীব হয় ভিটেছাড়া,
রাস্তায়, ফুটপথে এবং বস্তিতে জমা হয় মানুষ
এক নোলা ভাতের জন্য কাঁদে শিশু
দেশ জুড়ে চলে হাহাকার
ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ চলে আমরণ
______লাথি মারি এই স্বাধীনতায়...

OOOOOO

www.pathagar.com

মুজিব নুড়া

'৭৪ রের দূর্ভিক্ষে যাদের মৃত্যু হয়েছিল তাদের স্মরণে......

আলু কূলে জন্ম তোমার ধন্য হলো
এই সুজলা সুফলা সোনার বংলাদেশে।
১৯৭৪ সালে ক্ষুধার সাথে যুদ্ধরত জাতি, যখন পরাস্ত প্রায়
হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশু মৃত্যুর কোলে শায়িত
অসংখ্য মানুষ কংকালসার দেহে,
বাঁকা পায়ে হাটে নোংগর খানার দিকে-
কিছু মানুষ মারা পড়ে পথে,
কিছু পৌছে বন্ধ নোংগর খানার দোর গোড়ায়,
আর বাকি সব মানুষ ক্ষুধার সাথে যুদ্ধ করে ঘরে ঘরে
তখনি তুমি এলে - আমার খাবার থালার 'পরে
আমার মত আরও অসংখ্য মানুষের বাঁচার আশা হয়ে
হে মুজিব নুড়া, আলুর দলা খোদার রহমত।
লবণের বাজার তখন আকাশ ছোঁয়া
তবুও অনুনে সিদ্ধ মুজিব নুড়া, তুমি-
হয়ে গেলে যেন বেহেশ্‌তী খাবার।
মানুষ অন্যের ফেলা ভাতের-মাড় খেল !
বাঁচার জন্যে নারকেলের খৈল খেল !
বন্য শুকুরের মত ডোবার ধারের কচু খেল !
কচুড়ীপানা খেল আটা ঘুটাদিয়ে,
শামুক খেল, মরা গরুর মাংস খেল !
ডাস্টবিনের ফেলা আর্বজনা, তাও খেল !
সব খেল- জমি খেল, ঘরের চাল খেল-
পৌত্রিক ভিটের মাটি খেল !
আসলে ইতিহাসের পাতায়-'৭৪ খাদ্য আবিস্কারের বছর,
অনেক নতুন নতুন খাবার।
তৎকালীন শাসকের শ্রেষ্ঠ অবদান
জাতির ইতিহাসে তা রবে অম্লান।
শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'তিন বছর কিছু দিতে পারুমনা'
তিন বছর পর তিনি তার ওয়াদা পূরণ করলেন,
নিত্য নতুন খাদ্য দিয়ে ভরলে বাংলা মায়ের ভাতের হাড়ি।
নব খাদ্য সকলের মধ্যে মুজিব নুড়া ছিল উত্তম ; কারণ,
মুজিব নুড়া মরা জীবের মাংসের চেয়ে
কচুড়ীপানা কিম্বা গাল ধরা কচুর চেয়ে
ফেলে দেয়া ফ্যেন বা ঢ্যকানির চেয়ে ভাল।
মুজিব নুড়া বিশেষত ডাস্টবিনের ফেলা আর্বজনা
থেকে লক্ষ গুনে পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত।
মুজিব নুড়া সময়ের শ্রেষ্ঠ আবিস্কার।
মুজিব নুড়া ক্ষুধার্থ মানুষের ভালবেসে দেয়া নাম,
এ নামকরন শেখ মুজিবের প্রতি তাবৎ মানুষের সম্মান।
মুজিব নুড়া বুকের গহীন থেকে বেরিয়ে আসা
দীর্ঘশ্বাসে জড়ানো একটা শব্দ।
প্রচন্ড ক্ষুধার সময় হাভাতের দেশে
লোভনীয় অমৃত- বিস্ময়কর এ মুজিব নুড়া।
০০০০০০০০০

(১৯৭৪ সাল। মহা আকালের সময়। অসংখ্য মানুষ মারা পড়ে ক্ষুধায়। তখন শেখ মুজিবুর রহমান দেশের কর্ণধার। দূর্ভিক্ষ মোকাবেলায় সরকার সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়। দুর্নীতি পরায়ন সরকার ও প্রশাসন মানুষের জীবনের কানাকড়ি মূল্য দেয়নি। মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য অখাদ্য কুখাদ্য খেতে বাধ্য হয়েছিল। খাদ্য তালিকায় অনেক নতুন খাদ্য আবিস্কৃত হয়েছিল। তার মধ্যে এক ধরনের আলু অনেক মানুষকে মুজিবের উপহারকৃত ক্ষুধা-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়। বিপদের সময় এই আলু বাংলাদেশের মানুষের জন্য এক রহমত হিসাবে কাজ করেছিল। আলুটা দেখতে ছিল অনেকটা মশলা বাটা নুড়ার মত। যেহেতু মানুষ ১৯৭১ সালে জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দিয়েছিল ভালবাসা আর বিশ্বাস দিয়ে, বিনিময়ে চার বছরের শাসনে যথাযত প্রতিদান পেয়েছিল। শেখ সাহেব জনগনকে একদিকে যন্ত্রনাময় একদলীয় শাসন উপহার দিয়েছিল অন্য দিকে মানুষের মুখে দিয়েছিল খৈল, আটাঘুটা, কচুড়ীপানা বিশেষত নুড়াকৃতির ঐ আলু। এজন্যে জনগন ঐ আলুর নাম দিয়েছিল মুজিব নুড়া। একে নিয়ে গ্রামে গঞ্জে অনেক কাব্য গাঁথা রচিত হয়েছে। মুজিব নুড়া বাংলাদেশের লোক-সংস্কৃতির একটা অংশে পরিনত হয়েছে।) -সঃ

www.pathagar.com

শাহাদাৎ দিও খোদা

মরণ আমায় দিওনা প্রভু
বয়েসী রোদের ভারে
মরতে আমি চাইনা খোদা
টাইফইট কালা জ্বরে।
শক্তি শাহস দাও দয়াময়
তুলব তোমার পতাকা
খোদাদ্রোহীর আইন কানুন
করব ধ্বংস করব ফাঁকা।
সাইফাল্লাহর সাহস দিও
ঈমান দিও সিদ্দীকের
আমির হামযার মরণ দিও
বিজয় দিও গোলামের।
বাংলাদেশের বুকে দিও
রহমত আল্ ইসলাম
ফাসিক মুশরিক বেঈমানদের
করে দাও বিফলকাম।
সকল বাঁধা দূর করে দাও
তোমার আমার মাঝে
রহমতের ছায়া দিয়ে রেখ
ঈমান আমল কাজে।
ইসলামে আঘাত যদি আসে
জীবন তোমার হাতে
যুদ্ধে যাবে বীর সেনানী
কাফন যাবে সাথে।
গাজীর মুকুট পাই বা না পাই
শাহাদৎ যদি জোটে
মরণ কালে তোমার কালাম
ঠোঁটে যেন ফোঁটে।
ভিখারী আমি গোলাম তোমার
আরজি একটি প্রার্থনায়
শাহাদাতের পেলায়া যেন
কোরো নছীব, দয়ায়।

০০০০০০

www.pathagar.com

স্বাধীনতার গল্প

আমার দাদুর কাছে অনেক গল্প শুনেছি।
পূর্ণিমার রাতে আমাদের ছনের ঘরের পিড়েয়
শান্ত মিষ্টি আলোয় ভরে যেত
জলহারা সাদা সাদা মেঘ
চাঁদের সাথে খেলত লুকোচুরি
তখন দাদু শোনাত স্বাধীনতার কথা,
মুক্তিযুদ্ধের কথা।

দাদু বলত, কোন এক অগ্নি পুরুষ
বজ্রকণ্ঠে ডাক দিয়ে বলেছিল,
সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তির কথা।
মানুষ মুক্তি চেয়েছিল,
দেশের সমস্ত ফুল ছুড়ে তাকে দিয়েছিল ভালবাসা।

জয়বাংলার ধকধকে আগুনে দিয়েছিল ঝাঁপ
লক্ষকোটি মানুষ,
পতঙ্গের মত।
কিশোরী তার প্রথম যৌবনের রক্ত দিয়ে
এঁকেছিল নতুন পতাকা।
ধানের শীষে, কচুর পাতায় ওঠেছিল তার প্রতীক।

লক্ষ বীর গেছিল নাঙ্গা হাতে কামানের গোলার মুখে।
স্বাধীনতা আনতে গিয়েছিল যুদ্ধে–
আমার বাবাও গিয়েছিল কিন্তু আজো ফেরেনি সে,
রাতে আকাশের লক্ষ কোটি তারায় তারায়
তার এখন পথ চলা
দাদু বলেছিল উল্কার পথ বেয়ে একদিন
ফিরে আসবে আমার বাবা
যেদিন মুক্ত হবে দেশের মানুষ।
যেদিন পেটের দায়ে গতর বেঁচবে না কোন নারী
যেদিন অপুষ্টিতে অন্ধ হবেনা আর কোন শিশু
যেদিন বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মরবে না
কোন বৃদ্ধ জননী।
যেদিন কোন চৌকিদার, তার লাঠির জোরে
বনে যাবে না প্রভু রাতারাতি,
যেদিন দরিদ্র হবেনা নিঃস্ব, পথের ফকির
যেদিন কৃষকের লাঙ্গলের ফলায় উঠে আসবে সোনা
যেদিন পেট পুরে খেতে পাবে শাক ভাতের নোলা।

www.pathagar.com

আমি শৈশবে দেখেছি বাহাত্তর, তেহাত্তর
দাদুর কাছে শোনা গল্প নয়, স্বচক্ষে দেখা
লুট পাটের সেসব দৃশ্য

দেখেছি আলমডাঙ্গার চারতালা
দেখেছি দেশী পোশাকধারী সৈন্যের অত্যাচার।
দেখেছি চুহাত্তর....
ভুখা মিছিল, ক্ষুধার্থ শিশুর চিৎকার, লাশের স্তুপ......
দেখেছি ক্ষমতা ব্যবহার স্বজনপ্রীতি।
এ সবই ছিল
৭১'এ জনগনের দেয়া ভালবাসার প্রতিদান
দেখেছি ১৯৭৫ সাল
দেখেছি দরদী নেতার লোভী ভয়ংকর চেহারা
এবং অতপরঃ
আজীবন ক্ষমতায় থাকার লোভের চুড়ান্ত পরিনাম।

আমার যৌবনে,
আমি দেখেছি সেই বিশাল লোহার খাঁচা
স্বাধীনতা নামের লোহার খাঁচা
যার মধ্যে ৯৫ শতাংশ লোকের বসবাস
খাঁচার প্রতিটি রডের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে
মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি
সামরিক শাসক থেকে পুলিস চৌকিদার
সেক্রেটারিয়েটের আমলা থেকে ডিসির কামরা
দল নেতা থেকে মহল্লার মস্তান
আরও কিছু কাগুজে মুক্তি যোদ্ধা।
ওদের হাতে আইন ওদের হাতে বন্দুক
ওদের হাতে ঘুস ক্ষমতার মারণাস্ত্র।

কিন্তু মানুষ, যারা প্রকৃতপক্ষে আজও মানুষ
তারা স্বপ্ন দেখে মুক্তির, সমস্ত মানুষের।
ক্ষুধার্থ মানুষ খাঁচার রড কাঁটে প্রতিদিন কামড়ে কামড়ে,
রাতের ভরে তা ওয়েংলডিং করে পরজীবি নেতারা।

একদিন রাতেও চলবে কামড়। চলবে মুক্তির সংগ্রাম।
খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসবে কোটি কোটি মানুষ
মুক্ত হবে তারা একমাত্র মুক্তিদাতার মন্ত্রে
সেদিন আজকের নেতারা পড়বে ধরা,
মানুষ চরিয়ে খাওয়া বন্ধ হবে
সমস্থ হিসাব দিতে হবে বুঝে,
সেই দিনই এদেশ হবে স্বাধীন ।।

০০০০০০

www.pathagar.com

অবস্থান

১৯৭১ সনে শরনার্থী হইনি মাটির মায়ায়
এই মাটিতে বুক রেখেছি সমান্তরাল করে,
বালিগঞ্জের রাজনামচা আমার অজানা নয়–
বড় ভাই চুলকানি–খোসপাঁচড়ার সাথে করেছিল প্রেম
আজকের শাড়ী গরু চিনির লবনের মত
বিনা শুল্কে আমদানী করেছিল ওপার থেকে।
চুলকানীর যে কি তৃপ্তি তা তুমি জাননা
কারন ওর রাজত্ব ছিল শরনার্থী শিবিরগুলিতে
বালিগঞ্জের কোন হোটেলে নয়।
প্রশ্ন জাগে – হায়রে জহির রায়হান,
তোমাকে রক্ত দিয়ে ভেজাতে হল স্বাধীনতার পতাকা ?
বালিগঞ্জের সূর্য উঠা ভোর থেকে আঁধার রাত–
ক্যামেরায় ধরতে চেয়েছিলে বলে।

আমি পোড়া বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছি,
বাঁশ পাতার আগুনে সেকেছি আধভাঙ্গা যবের রুটি–
খেজুরের গুড় আর রুটি নিয়ে
ছুটে গেছি সেখানে–
যেখানে চলেছে লড়াই প্রতি দিন।
এবং আমি দেখেছি
কত বীরের পাজর ফুঁড়ে গেছে বুলেট
রক্ত মাখা বুক, জমাট রক্তে ভেজা মাটি
আজকের পদ্মার মত শুকনো কন্ঠে–
জীবন মৃত্যুর সন্দিক্ষনে অস্ফূটে বলেছিল
পা – নি এ এ এক টু পা । নি
দৌড়ে গিয়ে মাটিতে লুটানো মাথাটা নিয়েছি কোলে
তুলে ধরেছি পানি আলগোছে ––
হঠাৎ তার মনে পড়েছিল
অজানা কোন গাঁয়ে রেখে আসা
দুখীনি মায়ের কথা
গাল থেকে গড়িয়ে পড়েছিল পানি
ছোট্ট একটি কথায় কেঁপেছিল আকাশ মাটি বাতাস
মা.....মা..............মা... ।।।
তুমি তখন স্বপ্ন দেখছিলে ক্ষমতার কোদরা
এবং এর গদির দৈর্ঘ প্রস্থ উচ্চতা
আমি তখন লুঙ্গির পাড় ছিড়ে বাঁধছি
আহত যোদ্ধার পায়ের ক্ষত।
তুমি তাসের মজলিসে বসে ছিলে
আমি দুহাতে কবর খুড়ে শায়িত করেছিলাম শহিদের লাশ
জানাজায় দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলাম শেষ শ্রদ্ধা ।

www.pathagar.com

তুমি হিন্দি ছবি দেখে রুমালের কোনা দিয়ে
মুছেছিলে চোখ কোমল হৃদয় ব্যাক্তি–
আমি দেখেছি, আসু নান্নু টগর ও তারেকের মা
রক্তাক্ত নিস্প্রাণ সন্তানের মুখে চুমো দিয়ে
ঘুম ভাংগাবার ব্যর্থ প্রয়াস।

আমি সজিনা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলাম
যখন তোমার দোস্তরা পদ্মার বুকে ফেলে দিল হাডিঞ্জ ব্রিজ
ভেঙ্গে দিল তিস্তা সেতু, অনিবার্য বিজয় সামনে জেনেও।
অতঃপর –
নয় মাস দীর্ঘ রাত প্রভাত হল ভোরে
তোমরা এলে এবং তুমিও ফিরলে শেষে
জনগনের জন্যে কেঁদে কেঁদে তোমার দৃষ্টি গেল কমে
তোমারই চোখের সামনে গেল '৭২ শুরু হল নকলের পাশ
'৭৪ এ একমুঠো ভাতের অভাবে মারা গেল টগরের মা
ঋনের দায়ে উচ্ছেদ হল তারেকের বৃদ্ধ বাবা
রক্ষি বাহিনীর বুটের তুলায় পৃষ্ঠ হল বীর মুক্তিযোদ্ধা
পিতার কাঁধে উঠল যুবকের লাশ।

আমি আজো দেখি
শুকিয়ে যাওয়া পদ্মায় পানি খুঁজে ফেরে তারেকের মা
ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ হয় শামশুর রহমানের হরিদাসি
ছকিনা বিবির ষোড়সী মেয়েটা পাচার হয়ে যায় বিদেশে
রুটির জন্য সন্তান বেঁচে দেয় জননী
বাঁচার জন্য গতর বেচে রমনী,
ফুটপথ স্টেশনের চত্তর ভরে যায় ছিন্নমূল মানুষ।

তোমাদের কথায় আজও
জীবন দেয় মেহনতী, ভূখা ছাত্র জনতা
হাসপাতালের পথে মারা যায় রোগী হরতালে
মরনের সাথে লড়ে গর্ভবতী মা
মৃত্যু হয় সুন্দর আগামীর
তোমাদের জন্য বয়ে আনে নুতন ইস্যু
অবস্থান হয় আরও মজবুত
বস্তির বুকে গড়ে উঠে তোমার প্রাসাদ।

০০০০০০

www.pathagar.com

শিখা অনির্বাণ

শিখা অনির্বাণ অথবা চিরন্তন!
যেন কানা ছেলের নাম পদ্মোলোচন,
কারণ, সম্রাট আকবরের প্রাসাদেও দেখেছি তোমায়
সেই সম্রাট মরেছে, নিভে গিয়েছে তথাকথিত চিরস্থায়ী আগুন।
অগ্নি উপাসকরা পূঁজা করে আগুন–
আগুনকে ভাবে চিরস্থায়ী মহাশক্তি!
তের কোটি মুসলমানের দেশে আমরাও জ্বালিয়েছি অগ্নিশিখা!
নাম দিয়েছি শিখা অনির্বান, শিখা চিরন্তন!
হজ্জব্রত সেরে এসে করেছি সর্বশেষ উদ্বোধন
যেন জায়নামাজে দাঁড়িয়ে শ্যামা সংগীত।

আমরা ভুলে গেছি আগুনের স্রষ্টাকে!
তার দেয়া আদেশ-নির্দেশ নিষেধ,
নতুবা আকবরী কায়দায় জ্বলতোনা আগুন
আজো রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের দেশে।

যদি থাকত একটুও ঈমানেরত জোর জোশ– আমাদের
আগুন দিয়েই পুড়িয়ে দেয়া হত এসব শয়তানী রেয়াজ
শিখা চিরন্তন এবং শিখা অনির্বাণের মন কাফেরী প্রত্যয় স্থাপনা।

এখনো সময় আছে ভেংগে ফেলো এসব শিরক পূঁজা মন্ডপ
নতুবা তৈরী থাক খোদায়ী ফয়সালার–
শিখা চিরন্তনের ক্ষুধার্ত আগুনের জন্য প্রস্তুত করো নিজেকে
যেখানে জ্বলবে মায়াময় দেহটা অনন্তকাল
যখন পুরা করবেন আল্লাহ্ তাঁর দেয়া ওয়াদা।

০০০০০০০

(অগ্নি উপাসকরা আগুনকে মনে করে মহাশক্তি। আমরা বেদে অগ্নি পূঁজার স্তুতি দেখতে পাই। বেদে অগ্নি দেবতাকে পূঁজার কথা বলা হয়েছে। অপাং নপাতং সুভগং সুদংসসং সুপ্রতূর্তিমনেহসম্। অর্থাৎ তুমি(অগ্নি) সুন্দর, মুক্তিদাতা, সর্বজয়ী, অপ্রতিহত কাল। তাই তাকে পূজা কর– যজিষ্ঠং ত্বা ববৃমহে দেবং দেবত্রা ভোতার মমর্ত্যম। যজ্ঞস্যা সুপ্রতুম্ অর্থাৎ হে অগ্নি তুমি শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক, দেবগণের দেব, তুমি হোতা, তুমি অমর, এই যজ্ঞের সুকর্মা তোমাকে আমরা বরণ করি। আমাদের পবিত্র কোরআন মজিদে এক মাত্র চিরস্থায়ী সত্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা। আগুনকে সৃষ্টি করেছেন তিনি পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং পরকালে জাহান্নামীদের আবাসস্থল হিসাবে।
সেই আগুনকে আমাদের স্বাধীনতার চিরস্থায়ী প্রতীক হিসাবে প্রজ্জ্বলিত করেছি। এর পরেও আমরা ঈমানের দাবি কি করে করি ? যদি আমাদের ঈমান থাকে আজই এখনই শিখা অনির্বাণ এবং শিখা চিরন্তনের উপর বুলডোজার চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়া অবশ্যক। দল ধরে গিয়ে পেসাব করে নিভিয়ে দেয়া উচিত এই সব মুশরিকী স্থাপনা। –সম্পাদক)

www.pathagar.com

নতুন একটা পতাকার জন্য

নতুন একটা পতাকার জন্য
আশায় বুক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছি,
জন্ম থেকে অদ্যবধি–
এই ধান পাখিদের সবুজ মাটি, শাহজালালের পূর্ণ ভূমি,
শাহা মকদুমের বিছানা বার কোটি মুসলমানের দেশে।
আমার মাথার উপরে সুউচ্চ আকাশ,
আমার সামনে খড়গ কৃপাণ,
ডান পাশে পাহাড় পর্বত
পিছনে জঙ্গী ভয়ংকরী জানোয়ার,
আমার বাম দিকে অথৈই সমুদ্র,
মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি।
একটি নতুন পতাকার জন্য–
আমি দাঁড়িয়ে আছি এই বাংলায়।

এখানে আমার বয়স বাড়ে প্রতি দিন
আয়ুর পুঁজি ক্ষয় হয় পলকে পলকে।
এক একটা কালবৈশাখী ছাপ দিয়ে যায়
জীবনের পাতায় ইতিহাস
জলোচ্ছ্বাসে তান্ডব খেলে যায়
ভূমিকম্পে ধস নেমে আসে এক এক বার
আসে ১৭৫৭ সালের গোল্লাছুট লুকোচুরি
মীর জাফর আলী খাঁন।
এলোমেলো করে দেয় আমাকে।
আমার বুকের উপর চলে নীল চাষ !
আমার চোখের সামনে চলে পালাবাদল,
আমি সাক্ষী– সেসব নির্মম রাত দিনের।
আমি দেখেছি ১৮৫৭ সালের রক্ত ক্ষরণ,
আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি,
এই বুঝি উঠলো সেই পতাকা–
যার জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি জন্মের পর থেকে।

কিন্তু আমার অপেক্ষার শেষ নেই
আমি পতাকার জন্য চেয়ে ছিলাম
তীতুমীরের বাঁশের কেল্লায়,
হাজী শরীয়তুল্লাহ্ নেসারউদ্দীনের দেশপ্রেমে
অতপরঃ তারা পতাকার বদলে দিয়ে গেল তাজা রক্ত !
আমি বুক পেতে নিলাম
শহীদের রক্তে ধন্য হল জন্ম
এই বাংলায়।
আমি আবার অপেক্ষা করলাম
একটি পতাকার জন্য।

www.pathagar.com

আমি গোল টেবিল বৈঠকে গেলাম
আমি লাহোর প্রস্তাবে সাক্ষী হলাম,
আমি সাক্ষী হলাম এক একটা দাঙ্গায় প্রজ্জ্বলিত আগুনের,
'৪৭ শে মনে হ'ল এই বুঝি এল সেই পতাকাটি–
যার জন্য আমি দাঁড়িতে আছি এতকাল।

তারপর আমার মোহ কাঁটলো, ভুলও ভাংলো ঘুমও ভাংলো
'৫২ 'র রক্তস্নাত ভোরে আমি আবারও লাশ নিলাম কাঁধে,
আবারও মেঘ করে হতাশারা এলো,
একটি পতাকার জন্য
আমি চৈত্রের তপ্ত রোদে, আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভিজেছি।
শীতের রাতে অপেক্ষা করেছি রোদেল ভোরের।
সারাটা পাকিস্তানী সময় জুড়ে–
আমি একটা পতাকার আশায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।
আমি ক্লান্ত দেহে সয়েছি '৬৯ 'র তান্ডব জালোচ্ছাস
সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি অজস্র জীবন
হতাশায় ফিরেছি ক্ষুধায়
একটি নতুন পতাকার জন্য।
তারপর '৭১ ঃ
বিভীৎস চেহারায় অগ্নুৎপাতে বেসামাল দেহ
পানিপ্রপাতের গতিতে রক্ত ধারা
রক্ত শূন্য আমি !
বড় আশা করে আছি এবার
আমার হবে নতুন পতাকা।

শেষ হল ভিষুবিয়াস
শান্ত হল দামামা, নতুন গানে ভোর হল ১৬ই ডিসেম্বর।
আবার হতাশ হলাম,
গান হল কিন্তু কথা তার সুর তার হল না আপনার,
পতাকাও একটা উড়ল আকাশে।
কাঁন্নায় ভেসে গেল পদ্মা মেঘনা যমুনা ধলেশ্বরী করতোয়া,
আমি তখনো দাঁড়িয়ে আছি
একটা পতাকার জন্য আমি দাঁড়িয়ে আছি।

তারপর কেঁটেছে অনেক বছর,
আমার বুকে 'পরে দম্ভ ভরে হেঁটে গেল
কত মুনাফিক, ওয়াদা খেলাফকারী শাসক,
জনতার মুক্তি আনতে গিয়ে এনে দিলো মৃত্যু আর হাহাকার,
গনতন্ত্রের নামে এলো স্বৈরাচার ।

আবার আমার বুক ভরে গেল লাশে
রাত্রির অন্ধকার ছিদ্র হল অর্ত্তচিৎকারের আড়োলনে
'৭৪ 'রের হাভাতের দেশে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম
নতুন একটা পতাকার জন্য।
এলো '৭৫।

www.pathagar.com

সবংশে উৎখাত হয়ে গেল বন্ধু নামের মহা জালিম
আমার বুকের উপর দিয়ে দিক বিদিক দৌড় দিল
সহযোগী মুনাফিকের দল।
আবার আমি বড় আশা নিয়ে দুর্বল পায়ে দাঁড়ালাম,
ঐ বুঝি নিয়ে এল কেউ প্রত্যাশিত সেই পতাকা।
অনেকেই এলো পথ ধরে কিন্তু শূন্য হাতে,
এলো তারা গাল ভরা কথা নিয়ে
মন গলানো রূপ নিয়ে,
নির্বাসিত বিসমিল্লার হল দেশে ফেরা
পায়ে পায়ে আমি হাঁটতে লাগলাম আমার সেই পতাকার
আমি হাঁটছি অত্যন্ত ধীর গতিতে,
আমার চারদিকে হায়েনারা ক্ষুধার্থ
আমার মাথার 'পরে ষড়যন্ত্রের কাল মেঘ।

হঠাৎ মুখ থুবড়ে আমি পড়ে গেলাম
গন্তব্যে হলনা আমার যাওয়া।
আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ে রইলাম অনেক দিন।
একদিন আমার কাঁধে হাত দিয়ে একজন শোনালে অভয় বাণী
দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি এলেনে জেহাদ নিয়ে
স্বয়ং নিজেই মহা দুর্নীতি করে।
আবার আমি উঠে দাঁড়ালাম
আবার এক নির্লজ্জ প্রতারকের হাতে বন্দী হলাম
এক দুই করে নয়টি বছর যোগ হল বয়সে,
এরমাঝে কত সংগ্রাম, আরো কত রক্ত জীবন
হারিয়ে গেল বাংলায়,
মানুষের দুর্বার আক্রোশে আসলো জোয়ার
ভেসে গেলে মসনদের চৌকাঠ
আমি আবার আশার দুয়ারে দুচোখ মেলে দাঁড়ালাম
আমার পতাকা সন্ধানে।
কিন্তু হায়,
পলকে পলকে সময় চলে যায়
গড়িয়ে যায় যমুনার পানি,
অসহায়ের কান্নায় ভারী হয় রাতের আঁধার
আমার চোখ দুটি বেরিয়ে যায় কোঠর থেকে
তবুও আমি দাঁড়িয়ে থাকি,
অনেক আশায় বু'ক বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকি-
নতুন একটা পতাকার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি।

আমার আশার পথে পথিক শূন্য,
আবারও জেগে উঠে জনতা
বাংলাদেশের আকাশ গাছি মাটি পাখি বাতাস,
মুনাফেকী আর বিশ্বাসঘাতকতায় বার বার
ভেঙ্গে যায় মানুষের হৃদয়।
ভগ্ন হৃদয়ে তারা আবার ভুল করে
তুলে দেয় নিজেদের মাথা ওদের নাগালে,

www.pathagar.com

ওরা পেয়ে যায় মওকা এবার,
আগে ভুল করেছিল বলে এবার শক্ত ভাবে ধরে খুঁটি,
একের পর এক আঘাত করে জনতার বিশ্বাসে,
সাংস্কৃতির জামা পরে আমার বুকের 'পরে নামে শয়তান
স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলে তারা শুরু করে অগ্নিস্তুতি
আমার পিছনে লেলিয়ে দেয় ক্ষিপ্ত কুকুর
আমার হাঁটুতে বসিয়ে দেয় দাঁত
আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে চাইনা ওরা।
আমি প্রাণ পনে চেষ্টা করি
পা দুটো শক্ত করে দেয় জমীনে
আমার হাত দুটো মেলে ধরি আকাশের দিকে
খোদার কাছে আপিল করি চোখের পানিতে
একটি পতাকার জন্য।

দিনে দিনে আমার বয়সে যোগ হল অনেক সময়।
আয়ুর পুঁজি ক্ষয়ে যায়,
হতাশার দেয়াল টপকে আশাদের ভীড়
নতুন একটা পতাকা সোনালী স্বপ্নেরা বাতাসে সুর তোলে
দূরে কোন মুয়াজ্জিন ভোরের আকাশে ছড়িয়ে দেয়
আলোর আগমনী বারতা ,
পতাকার জন্য ডাক দেয়–
মালিকের কাছে গোলামে পাঠায় আবেদন,
নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের চিরন্তন ঘোষণায়।
আহবান করে জেগে উঠ একত্রিত হও গোলামের বাচ্চা গোলামেরা
তোমাদের প্রভুর জমিনে তাঁর নিশানা উড়াও
একটা নতুন পতাকায়।

আমি উঠে দাঁড়ায়,
সর্বশক্তি দিয়ে হাঁটার ব্যর্থ চেষ্টা করি
ঘোষকের ঠিকানা বরাবর,
একটা পতাকার জন্য, একটু আলোর জন্য।
আমার চারদিক থেকে হামলা করে জানোয়ারের দল,
শরীরের খুন বয়ে যাচ্ছে পা বেয়ে জমিনে,
তবুও আমি দাঁড়িয়ে থাকি এই বাংলাদেশে,
একটা পতাকার জন্য।
পলকে পলকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে আরও,
তবুও আমি দাঁড়িয়ে আছি
নতুন একটা পতাকার জন্য
আমি দাঁড়িয়ে আছি।
বাংলাদেশে।

00000000

সমাপ্ত

www.pathagar.com

পরিচিতি

মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মিয়া ১৯৬৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কুষ্টিয়া জেলার হাল্‌সায় মিয়া পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। স্থানীয় স্কুলে ছাত্র জীবন শুরু করেন এবং ছাত্রাবস্থায় তিনি তার পিতাকে হারান। ছাত্র জীবনে তাকে মা ও ভাইবোনের দায়িত্ব নিয়ে কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন শেষ করতে হয়।

তার পিতা একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তৎকালীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা হিসাবে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এজন্যে তাকে চরম মূল্য দিতে হয়। তিনি পাকিস্থানী সেবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। যুদ্ধে তার অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। যুদ্ধ এবং স্বাধীনতাত্তোর ঘটনাবলী গোটা পরিবারের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

কলেজ জীবনে হামিদ মিয়া প্রথমে ছাত্রলীগ এবং পরে বাকশালের ছাত্র সংগঠনের সহ-সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। এসময় নেতাদের কথা ও কাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য তার সামনে ধরা পড়ে ফলে তিনি ছাত্র রাজনীতি ত্যাগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে প্রথমে হালসা কলেজে অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করেন কয়েক বছর এবং পরে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ১৯৯১ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯২ সাল থেকে তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে বসবাস করছেন।

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি লেখা শুরু করেন। এ পর্যন্ত তার লেখা ৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি বই প্রকাশের পথে। 'সাহসী মরন' এবং "মীরজাফর ও শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের সাদৃশ্য" এর কাজ চলছে। আশাকরি খুব শীঘ্রই বই দুটি বাজারে আসবে। ---- কায়সার আহমেদ।